প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় ২০১২-১৩ অর্থ বছরের এডিপিভুক্ত সমাপ্ত প্রকল্পের মূল্যায়ন প্রতিবেদনের উপর
মন্ত্রণালয়/বিভাগভিত্তিক সার-সংক্ষেপ

ক্র. নং	মন্ত্রণালয়ের নাম	মোট সমাপ্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সমাপ্ত প্রকল্পের ধরণ			মূল সময় ও ব্যয়ের তুলনা				
			বিনিয়োগ প্রকল্পের সংখ্যা	কারিগরী সহায়তা প্রকল্পের সংখ্যা	জেডিসিএফ ভুক্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সময় ও ব্যয় উভয়ই অতিক্রান্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সময় অতিক্রান্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সময় অতিক্রান্তের শতকরা হার (%) সর্বনিম্ন – সর্বোচ্চ	ব্যয় অতিক্রান্ত প্রকল্পের সংখ্যা	ব্যয় অতিক্রান্তের শতকরা হার (%) সর্বনিম্ন - সর্বোচ্চ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
১	প্রাথমিক ও মন্ত্রণালয়	৩	৩	-	--	২	২	৩ বছর (৫০%)	২	২৩৯১১.৯৭ (৬১%)

০১। সমাপ্ত প্রকল্পের সংখ্যাঃ প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ে ২০১২-১৩ অর্থ বছরের এডিপিভুক্ত ৩টি প্রকল্প সমাপ্ত হয়েছে।

০২। সমাপ্ত প্রকল্পের প্রকৃত ব্যয় ও মেয়াদকালঃ

ক্র.নং	প্রকল্পের নাম	প্রকৃত ব্যয়	প্রকৃত মেয়াদকাল
১	২	৩	৪
১.	''রেজিস্টার্ড বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় উন্নয়ন-৩য় পর্যায়''	৯০৪৯১.৪৪	জুলাই, ২০০৬ হতে জুন, ২০১৩
২.	''রিচিং আউট অব স্কুল চিলড্রেন-রস্ক (চতুর্থ সংশোধিত)''	৬২৯৮৩.৭৭	জুলাই,২০০৪ হতে জুন,২০১৩
৩.	''চায়না সহায়তাপুষ্ট দুটি গ্রামীণ মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় নির্মাণ''	১৪৫৬.৮৫	ডিসেম্বর,২০১১ হতে জুন,২০১৩

০৩। সমাপ্ত প্রকল্পের ব্যয় ও মেয়াদ বৃদ্ধির কারণঃ

ক্র.নং	প্রকল্পের নাম	ব্যয় ও মেয়াদ বৃদ্ধির কারণ
১	২	৩
১।	''রেজিস্টার্ড বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় উন্নয়ন-৩য় পর্যায়''	প্রকল্প চলাকালীন অবস্থায় কিছু অর্থ সাশ্রয়ের ফলে ঐ অর্থ দ্বারা অতিরিক্ত ৯০টি প্রাথমিক বিদ্যালয় পুনর্নির্মাণের লক্ষ্যে প্রকল্পটি জুন, ২০১৩ মেয়াদে দ্বিতীয়বার সংশোধন করা হয়।
২।	''রিচিং আউট অব স্কুল চিলড্রেন-রস্ক (চতুর্থ সংশোধিত)''	প্রকল্পে ৪২৫১.০০ লক্ষ টাকার মধ্যে অনুদান হিসাব প্রাপ্ত ১৫০০.০০ লক্ষ টাকা এবং ক্রেডিট হিসাবে ২৭৫১.০০ লক্ষ টাকার মাধ্যমে উক্ত ব্যয় নির্বাহ করা হবে। এক্ষেত্রে প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধি করা না হলে অনুদান হিসেবে প্রাপ্ত ১৫০০.০০ লক্ষ টাকা বিশ্বব্যাংক প্রত্যাহার করে নিবে এবং প্রাপ্ত অনুদানের টাকা ঋণ হিসেবে গণ্য হবে। এ কারণে প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয়েছে।
৩।	''চায়না সহায়তাপুষ্ট দুটি গ্রামীণ মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় নির্মাণ''	--

০৪। সমস্যা ও সুপারিশঃ

সমস্যা	সুপারিশ
৪.১ ''রেজিস্টার্ড বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় উন্নয়ন-৩য় পর্যায়'' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় নির্মিত কিছু কিছু প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যার তুলনায় শ্রেণী কক্ষের সংখ্যা অপ্রতুল। এছাড়া বিদ্যালয় প্রাঙ্গণ অপরিচ্ছন্ন, উপরন্তু অনেক বিদ্যালয়ের পাশেই একটি অপরিস্কার ডোবা রয়েছে যা ক্ষুদে শিক্ষার্থীদের জন্য বিপদজনক;	৪.১ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শ্রেণীকক্ষের অপ্রতুলতার সমস্যা প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের বাস্তবায়নাধীন অন্য কোন চলমান প্রকল্প যেমন পিইডিপি-৩ এর আওতায় মেটানো যেতে পারে। প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গনের পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখার জন্য বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে সচেষ্ট থাকতে হবে এবং এর পাশাপাশি প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর/সংশ্লিষ্ট উপজেলা প্রাথমিক

	শিক্ষা কর্মকর্তার নিয়মিত পরিদর্শন ও মনিটরিং অব্যাহত রাখা অত্যাবশ্যক। বিদ্যালয়ের পার্শ্বেই অবস্থিত ডোবায় পড়ে যাওয়ার ঝুঁকি থেকে শিক্ষার্থীদের রক্ষার জন্য ডোবার সামনে প্রতিরোধ ব্যবস্থা তৈরী করা যেতে পারে। অথবা সম্ভব হলে বিদ্যালয়ের চতুপার্শ্বে সীমানা প্রাচীর নির্মাণের ব্যবস্থা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ নিতে পারে ;
৪.২ ''রেজিস্টার্ড বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় উন্নয়ন-৩য় পর্যায়'' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় নির্মিত অনেক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পানি সমস্যা প্রকট। এছাড়া নতুন ভবনের কাজের মান সন্তোষজনক নয়।	৪.২ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পানির সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে যথাশীঘ্র টিউব-ওয়েল স্থাপন করা আবশ্যক। এ ব্যাপারে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে পারে;
৪.৩ ''রেজিস্টার্ড বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় উন্নয়ন-৩য় পর্যায়'' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় অনেক প্রাথমিক বিদ্যালয় ভবনের বিভিন্ন স্থানে হেয়ার ক্র্যাক সৃষ্টি হয়েছে। বীমের সাথে আরসিসি সংযোগ না হওয়ার ফলে ফাটল দেখা গিয়েছে;	৪.৩ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের নির্মাণ কাজ সন্তোষজনক পরিলক্ষিত হয়নি ; যা কাম্য নয়। ভবিষ্যতে এ ধরনের প্রকল্প বাস্তবায়নে নির্মাণ কাজের গুণগত মান বজায় রাখার বিষয়ে সতর্ক থাকা বাঞ্ছনীয়। উল্লিখিত ত্রুটিসমূহ সংশোধনের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর কর্তৃক তাদের রাজস্ব বাজেটের আওতায় নিতে হবে;
৪.৪ আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় পুনর্নির্মিত/ মেরামতকৃত বিদ্যালয়গুলোতে শারীরিক প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য **RAMP** নির্মাণের কোন ব্যবস্থা রাখা হয়নি; এটি ডিজাইন পরিকল্পনার একটি ত্রুটি মর্মে প্রতীয়মান হয়;	৪.৪ অন্য কোন চলমান প্রকল্পের মাধ্যমে অথবা রাজস্ব বাজেটের আওতায় বিদ্যালয়গুলোতে **RAMP** নির্মাণ করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা অত্যাবশ্যক; নতুবা প্রতিবন্ধী শিশুরা শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হতে পারে;
৪.৫ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভবন নির্মাণ সংক্রান্ত চলমান ও সমাপ্ত প্রকল্পগুলোর অনেক নির্মাণ কাজে যত্নের ছাপ পরিলক্ষিত হয়নি এবং নির্মাণ পরবর্তী রক্ষণাবেক্ষণ নেই।	৪.৫ প্রাথমিক বিদ্যালয় ভবন নির্মাণ সংক্রান্ত চলমান ও ভবিষৎ প্রকল্পগুলোর নির্মাণ কাজে আরও যত্নশীল হওয়া বাঞ্ছনীয়। এতদ্ব্যতীত আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় পুনর্নির্মাণ/মেরামতকৃত বিদ্যালয়ের নির্মাণ কাজের রক্ষণাবেক্ষণ অত্যন্ত জরুরী; অন্যথায় এখাতে সরকারের বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় বিফলে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে এবং শিক্ষার্থীদের প্রাপ্য সুবিধা প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত হওয়ার আশংকা রয়েছে।
৪.৬ ''রিচিং আউট অব স্কুল চিলড্রেন-রস্ক (চতুর্থ সংশোধিত) শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় স্থাপিত আনন্দ স্কুল অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে অপেক্ষাকৃত কম বয়সী শিশুদের ভর্তি করিয়ে তাদেরকে উচ্চতর শ্রেণীতে পাঠ দেয়া হচ্ছে শিক্ষার্থীর কিছু সংখ্যক আইডি প্রোফাইলের সাথে শিক্ষার্থীদের কোন মিল খুঁজে পাওয়া যায়নি। নতুন করে যে সকল শিক্ষার্থীদের রিপ্লেসমেন্ট করা হয়, তাদের তথ্য হালনাগাদ করা হয়নি ;	৪.৬ প্রকল্পের ক্ষেত্রে অপেক্ষোকৃত কম বয়সী শিশুকে ভর্তি করানোর বিষয়টি রোধ করার জন্য উপজেলা শিক্ষা অফিসার নিয়মিত মনিটরিং করবেন এবং অভিভাবকগণের সাথে এ বিষয়ে আলোচনা করবেন। আইডি প্রোফাইল হালনাগাদপূর্বক যে সকল শিক্ষার্থীদের রিপ্লেসমেন্ট করা হয়, তাদের তথ্য হালনাগাদ করারবিষয়ে প্রকল্প কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহন করবে;
৪.৭ ''রিচিং আউট অব স্কুল চিলড্রেন-রস্ক (চতুর্থ সংশোধিত) শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় প্রকল্পের আওতায় ২টি জীপ ও ২টি মাইক্রোবাস ক্রয় করা হয়েছে কিন্তু নথিতে ক্রয়ের চুক্তিপত্র/ নোটিফিকেশন অব এ্যাওয়ার্ড **(NOA)** পাওয়া যায়নি এবং নথিতে সংরক্ষিত কাগজপত্রগুলো এলোমেলো অবস্থায় দেখা যায়;	৪.৭ প্রকল্পের আওতায় ক্রয়কৃত ২টি জীপ ও ২টি মাইক্রোবাস ক্রয় চুক্তিপত্র/ নোটিফিকেশন অব এ্যাওয়ার্ড **(NOA)** নথিতে সংরক্ষিত করতে হবে এবং রস্ক-২ প্রকল্পের সমস্ত ক্রয়ে স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে হবে। এ বিষয়ে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়/ প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে;
৪.৮ আইএমইডিতে বিলম্বে পিসিআর প্রেরণ ।	৪.৮ প্রকল্পের সুষ্ঠু বাস্তবায়ন এবং এর সফল সমাপ্তির লক্ষ্যে ভবিষ্যতে কোন প্রকল্প সমাপ্তির তিন মাসের মধ্যেই আইএমইডিতে পিসিআর প্রেরণ করতে হবে। এ বিষয়ে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়কে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হবে;
৪.৯ প্রকল্প নেয়ার পূর্বে বিদ্যালয়ের পর্যাপ্ত জায়গাখেলার , মাঠ এবং উন্মুক্ত পরিবেশ আছে কিনা তা যাচাই করে নেয়া হয়না।	৪৯. ভবিষ্যতে এ ধরনের কোন প্রকল্প নেয়ার পূর্বে বিদ্যালয়ের পর্যাপ্ত জায়গাখেলার মাঠ এবং উন্মুক্ত পরিবেশ , আছে কিনা তা যাচাই করে নিতে হবে।

"রেজিস্টার্ড বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় উন্নয়ন-৩য় পর্যায়" শীর্ষক প্রকল্প

সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন

(জুন, ২০১৩)

১.০। প্রকল্পের অবস্থান ঃ সমগ্র বাংলাদেশ।

২.০। বাস্তবায়নকারী সংস্থা ঃ প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর।

৩.০। প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় ঃ প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়।

৪.০। প্রাক্কলিত ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল ঃ (লক্ষ টাকায়)

প্রাক্কলিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয় (প্রঃ সাঃ)	পরিকল্পিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়নকাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল প্রাঃ ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়ন কালের %)
মূল মোট- টাকা- প্রঃসাঃ	সর্বশেষ সংশোধিত মোট- টাকা- প্রঃসাঃ	 মোট- টাকা- প্রঃসাঃ	মূল	সর্বশেষ সংশোধিত			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
৮১৪১৭.৯০ ৮১৪১৭.৯০ --	৯১৯৯৯.৪৩ ৯১৯৯৯.৪৩ --	৯০৪৯১.৪৪ ৯০৪৯১.৪৪ --	**জুলাই, ২০০৬ হতে জুন, ২০১১**	**জুলাই, ২০০৬ হতে জুন, ২০১৩**	**জুলাই, ২০০৬ হতে জুন, ২০১৩**	৯০৭৩.৫৪ (১১.১৪ %)	২৪ মাস (৪০%)

৫.০। প্রকল্পের অংগভিত্তিক বাস্তবায়ন (মন্ত্রণালয় হতে প্রাপ্ত প্রকল্প সমাপ্ত প্রতিবেদন (পিসিআর) এর ভিত্তিতে) ঃ

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	ডিপিপি অনুযায়ী কাজের অংগ		পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
		একক	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক (%)	বাস্তব (%)
১.	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
২.	কর্মকর্তাদের বেতন	সংখ্যা	১১১.২১	৫	৮৯.৫৬ (৮০.৫৩%)	৫(১০০%)
৩.	কর্মচারিদের বেতন	সংখ্যা	৩২.২২	৩	০.০০	৩(১০০%)
৪.	ভাতাদি	থোক	৫৮.৩১	থোক	০.০০	--
৫.	সাপ্লাই এবং সার্ভিসেস	থোক	৬৮.০০	--	৬৪.৮৯ (৯৫.৪২%)	থোক
৬.	মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ	থোক	১৫২.৫০	--	১৩.৬১ (৮.৯২%)	থোক
৭.	কম্পিউটার	সেট	৩.৫০	৫ সেট	৪.৫০ (৯৪.৭৩%)	৪ (৮০%)
৮.	এয়ারকন্ডিশন	সংখ্যা	০.৫০	১		১(১০০%)
৯.	ফটোকপিয়ার	সংখ্যা	২.২৫	১		১(১০০%)
১০.	স্পাইরাল বাইন্ডিং	সংখ্যা	০.১৫	১		১(১০০%)
১১.	আইপিএস	সংখ্যা	০.৬০	১		১(১০০%)
১২.	নির্মাণ কাজ ও আসবাবপত্র সরবরাহ	সংখ্যা	৮৯৫১৩.৪২	৩৬৯০টি বিদ্যালয়	৮৮৫৬৮.৫৮ (৯৮.৯৪%)	৩৬৪৯ টি (৯৮.৮৮%)
১৩.	প্রফেসনাল ফিস (এলজিইডি)	২%	১৭৯৫.৪৯	২%	১৭৫০.৩০ (৯৮%)	--
১৪.	ফিজিক্যাল কন্টিনজেন্সি	থোক	২৬১.২৮	থোক	০.০০	থোক
১৫.	প্রাইস কন্টিনজেন্সি	থোক	--	থোক	০.০০	থোক
	মোট	--	**৯১৯৯৯.৪৩**	--	**৯০৪৯১.১৪ (৯৮.৩৬%)**	৯৮%

৬.০। সাধারণ পর্যবেক্ষণ ঃ

৬.১ প্রকল্পের পটভূমি ও উদ্দেশ্য ঃ

৬.২ পটভূমি ঃ দেশে মোট ৬১০০০টি প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে। এর মধ্যে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ৩৭০০০টি, রেজিস্টার্ড বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ২০০০০টি এবং অবশিষ্টগুলো কমিউনিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়। রেজিস্টার্ড বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর ভৌত অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য সরকার ১৯৯২-৯৫ মেয়াদে ৩৯১.০০ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে "রেজিস্টার্ড বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় উন্নয়ন প্রকল্প (১ম পর্যায়)" বাস্তবায়নের জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করে। উক্ত প্রকল্পের আওতায় দেশে ৮৫০১টি রেজিস্টার্ড বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় পুনঃনির্মাণ করা হয়েছে। পরবর্তীতে একই ধারাবাহিকতায় ১৯৯৫-২০০৬ মেয়াদে ৯৫৮০৩.১৪ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ১০৬২৩টি বিদ্যালয় পুনঃনির্মাণ এবং ১৩০০টি বিদ্যালয় সম্প্রসারণ করার লক্ষ্যে "রেজিস্টার্ড বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়)" গ্রহণ করা হয়। রেজিস্টার্ড বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়) এর আওতায় ১৯৯৫-২০০৬ মেয়াদে ১০২৫৩টি রেজিস্টার্ড বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় পুনঃনির্মাণ ও ১২৪৫টি রেজিস্টার্ড বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৩টি করে শ্রেণীকক্ষ সম্প্রসারণ করা হয়েছে। রেজিস্টার্ড বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় উন্নয়ন প্রকল্প (১ম পর্যায়)' এর আওতায় ১৯৯২-৯৫ মেয়াদে ৮৫০১টি 'রেজিস্টার্ড বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় পুনঃনির্মিত হওয়ার পর বিদ্যালয়গুলোর কোন ধরণের মেরামত বা সংস্কার কাজ করা হয়নি। রেজিস্টার্ড বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের দীর্ঘ স্থায়ীত্বের জন্য এ সকল অবকাঠামোর মেরামত প্রয়োজন ছিল। এতদ্ব্যতীত ১ম পর্যায় এবং ২য় পর্যায় প্রকল্পের আওতায় পুনঃনির্মাণ করা হয়নি এমন অনেক বিদ্যালয় রয়েছে যে বিদ্যালয়গুলোর পুনঃনির্মাণ করা একান্ত প্রয়োজন। এ লক্ষ্যে প্রকল্পটির ৩য় পর্যায় বাস্তবায়নের জন্য গ্রহণ করা হয় এবং ২০০৬-২০১৩ মেয়াদে বাস্তবায়িত হয়।

৬.৩। উদ্দেশ্য ঃ

ক) শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে জরাজীর্ণ রেজিস্টার্ড বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভবন পুনঃনির্মাণ করা;

খ) যে সকল রেজিস্টার্ড বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছাত্র/ছাত্রীর সংখ্যা বেশী এমন বিদ্যালয়সমূহে ভবন সম্প্রসারণ করা;

গ) নির্মিত রেজিস্টার্ড বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছেলে মেয়েদের জন্য পৃথক স্যানিটারী ল্যাট্রিন নির্মাণ ও নলকূপ স্থাপন করা; এবং

ঘ) পুনঃনির্মিত এবং সম্প্রসারিত রেজিস্টার্ড বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে আসবাবপত্র সরবরাহ করা।

৭.০। প্রকল্পের অনুমোদন অবস্থা ঃ গত ১৭-০৮-২০০৬ ইং তারিখে প্রকল্পটির উপর পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়। পিইসি সভার সুপারিশের আলোকে প্রকল্পটি সংশোধন করা হয়। অতঃপর প্রকল্পটি গত ১৬-১০-০০৬ তারিখে ৮১৪১৭.৯০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই,২০০৬ থেকে জুন,২০১১ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়। পরবর্তীতে সিডিউল রেট পরিবর্তন ও কাজের আওতা পরিবর্তন হওয়ায় প্রকল্পটি সংশোধন করা হয়। সংশোধিত প্রকল্পটি ৯১৯৯৯.৪৪ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই,২০০৬ থেকে জুন,২০১২ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদন লাভ করে। যার অনুমোদন পত্র জারি করা হয় ০৩-১২-২০০৯ তারিখে এবং ১৯-১২-২০১১ তারিখে সংশোধিত অনুমোদিত আদেশ জারী করা হয়। প্রকল্প চলাকালীন অবস্থায় কিছু অর্থ সাশ্রয়ের ফলে ঐ অর্থ দ্বারা অতিরিক্ত ৯০টি প্রাথমিক বিদ্যালয় পুনর্নির্মাণের লক্ষ্যে প্রকল্পটি জুন, ২০১৩ মেয়াদে দ্বিতীয়বার সংশোধন করা হয়।

৮.০। **প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ঃ** প্রকল্প মেয়াদে নিম্নবর্ণিত ০৪ (চার) জন কর্মকর্তা প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন ঃ

প্রকল্প পরিচালকের নাম ও পদবী	সময়কাল		প্রকল্প পরিচালকের ধরণ
	আরম্ভ	শেষ	
১। এ, কে এম আমির হোসেন যুগ্ম সচিব ও প্রকল্প পরিচালক	১০-০৭-২০০৭	১৫-০৪-২০০৮	পূর্ণকালীন
২। স্মৃতি রানী ঘরামি উপ-সচিব ও প্রকল্প পরিচালক	১৫-০৪-২০০৮	০৪-০৬-২০০৯	পূর্ণকালীন
৩। মোঃ মশিউর রহমান যুগ্ম সচিব ও প্রকল্প পরিচালক	০৪-০৬-২০০৯	২৯-০৬-২০০৯	পূর্ণকালীন
৪। জনাব এস,এম, মাহবুবুর রহমান যুগ্ম-সচিব ও প্রকল্প পরিচালক	২৯-০৬-২০০৯	৩০-০৬-২০১৩	পূর্ণকালীন

৯.০। **প্রকল্পের বছর ভিত্তিক বরাদ্দ ও ব্যয়ের অগ্রগতি (সংশোধিত) ঃ**

(লক্ষ টাকায়)

অর্থ বছর	সংশোধিত বরাদ্দ ও লক্ষ্যমাত্রা			টাকা অবমুক্ত	ব্যয় ও অগ্রগতি (জুন,২০১৩ পর্যন্ত)		
	মোট	টাকা	প্রঃ সাঃ		মোট	টাকা	প্রঃ সাঃ
১	২	৩	৪	৭	৮	৯	১০
২০০৬-০৭	০.০০	০.০০	--	--	০.০০	০.০০	--
২০০৭-০৮	৩০৩৩.০০	৩০৩৩.০০	--	৩০১৯.০০	২৮৬২.৬৪	২৮৬২.৬৪	--
২০০৮-০৯	৭৫৪০.০০	৭৫৪০.০০	--	৭৫৪০.০০	৭৫০২.৬৩	৭৫০২.৬৩	--
২০০৯-১০	৯২০০.০০	৯২০০.০০	--	৯২০০.০০	৯১৮৬.৯২	৯১৮৬.৯২	--
২০১০-১১	২২৩১৪.৩৪	২২৩১৪.৩৪	--	২২৩১৪.৩৪	২২২৯৬.৮৯	২২২৯৬.৮৯	--
২০১১-১২	৩১৪৭৬.০০	৩১৪৭৬.০০	--	৩১৪৭৬.০০	৩০৭৪০.৪৫	৩০৭৪০.৪৫	--
২০১২-১৩	১৯০০০.০০	১৯০০০.০০	--	১৯০০০.০০	১৭৯০১.৯১	১৭৯০১.৯১	--
মোট ঃ	**৯২৫৬৩.৩৪**	**৯২৫৬৩.৩৪**	--	৯২৫৪৯.৩৪	**৯০৪৯১.১৪**	**৯০৪৯১.১৪**	--

১০.০। **মূল্যায়ন পদ্ধতি (Methodology) ঃ** মূল্যায়ন প্রতিবেদনটি প্রণয়নে নিম্নোক্ত পদ্ধতি (Methodology) অনুসরণ করা হয়েছে ঃ

(ক) ডিপিপি, পরিদর্শন প্রতিবেদন ও বিভিন্ন সভায় প্রকাশিত প্রতিবেদন পর্যালোচনা;

(খ) মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রেরিত প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন (পিসিআর) পর্যালোচনা;

(গ) প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটি, স্টিয়ারিং কমিটিসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সভার কার্যবিবরণী পর্যালোচনা;

(ঘ) প্রকল্প এলাকা সরেজমিনে পরিদর্শন; এবং

(ঙ) প্রাপ্ত তথ্যাদি নিয়ে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা।

১১.০। **প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও অর্জন ঃ**

পরিকল্পিত (Objectives as per PP)	প্রকৃত অর্জন (Actual achievement)	লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত না হওয়ার কারণ
ক) ৬৯০টি জরাজীর্ণ রেজিস্টার্ড বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় পুনর্নির্মাণ ও সংস্কার এবং সে সকল বিদ্যালয়ে আসবাবপত্র সরবরাহ;	ক) মোট ৬৯০টি লক্ষ্যভুক্ত জরাজীর্ণ রেজিস্টার্ড বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মধ্যে ৬৬৯ টি বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পুনর্নির্মাণ ও সংস্কার করা হয়েছে।	ক) জমির দখল সংক্রান্ত জটিলতা, আইনি জটিলতার কারণে ২১টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পুনর্নির্মাণ/সংস্কার সম্ভব হয়নি।
খ) মোট ৩০০০টি রেজিস্টার্ড বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অতিরিক্ত শ্রেণীকক্ষ নির্মাণ এবং সে সকল বিদ্যালয়ে আসবাবপত্র সরবরাহ ;	খ) মোট ৩০০০ টি লক্ষ্যভুক্ত বিদ্যালয়ের মধ্যে ২৯৮০ টি রেজিস্টার্ড বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অতিরিক্ত শ্রেণীকক্ষ নির্মাণ করা সম্ভব হয়েছে।	(খ) আইনি জটিলতা এবং জমি সংক্রান্ত জটিলতার কারণে ২০টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অতিরিক্ত শ্রেণীকক্ষ নির্মাণ করা সম্ভব হয়নি।

১২.০। **মনিটরিং ঃ** আলোচ্য প্রকল্পটি আইএমইডি কর্তৃক গত ২২-০১-২০১২ তারিখ, ০৫-১০-২০১১ তারিখ এবং ০৯-০৮-২০১১ তারিখে সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়।

১৩.০। **অডিট ঃ**

১৩.১ **অভ্যন্তরীণ অডিট ঃ** প্রকল্প চলাকালীন কোন ধরনের অভ্যন্তরীণ অডিট কার্যক্রম সম্পন্ন হয়নি মর্মে প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন সূত্রে জানা যায়।

১৩.২ **এক্সটার্নাল অডিট ঃ** প্রকল্প চলাকালীন ২০১১-১২ সালে অডিট কার্যক্রম পরিচালনা করা হয় এবং "৫২.৫০ লক্ষ টাকা ভ্যাট বাবদ কর্তন করতে হবে" মর্মে আপত্তি উত্থাপন করা হয়। পরবর্তীতে উল্লিখিত পরিমাণ অর্থ ভ্যাট জমাদানের মাধ্যমে অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি করা হয় মর্মে প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন (পিসিআর) সূত্রে জানা যায়।

১৪.০। **প্রকল্প পরিদর্শন ঃ** প্রকল্পটি জুন,২০১৩ মাসে সমাপ্ত হলেও প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন (PCR) আইএমইডি কর্তৃক গৃহীত হয়েছে গত ০৫-০৮-২০১৪ তারিখে। প্রকল্পটি সারাদেশে বাস্তবায়িত হয়েছে বিধায় প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন পাওয়ার পূর্ব হতেই মাঠ পর্যায়ে প্রকল্পের কার্যক্রম সরেজমিনে পরিদর্শন কাজ শুরু করা হয়। প্রকল্পের ০৫ টি জেলার ০৭ টি উপজেলায় অবস্থিত ১০টি বিদ্যালয়ের প্রকল্পের কার্যক্রম (পুনর্নির্মিত এবং অতিরিক্ত শ্রেণী কক্ষ নির্মাণ করা হয়েছে এরূপ বিদ্যালয়) পরিদর্শন করা হয়েছে। পরিদর্শিত বিদ্যালয়গুলোর বিবরণ নিম্নরূপ ঃ

ক. নরসিংদী জেলা ঃ

গত ১৬-১০-২০১৪ তারিখে নরসিংদী জেলার নিম্নবর্ণিত ০৩ টি বিদ্যালয় পরিদর্শন করা হয় ঃ

১৪.১ **বাটখোলা রেজিস্টার্ড বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ঃ** বিদ্যালয়টি নরসিংদী জেলার রায়পুরা উপজেলার চরসুবুদ্ধি ইউনিয়নে অবস্থিত। বিদ্যালয়টি ১৯৯৪ সালে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। মোট জমির পরিমাণ ৩৩ শতাংশ এবং জমিদাতা জনৈক জনাব আব্দুল মালেক খন্দকার। বিদ্যালয়ের ছাত্র/ছাত্রী সংখ্যা মোট ১৯৪ জন (১০৯ জন বালিকা+৮৫ জন বালক)। মোট অনুমোদিত শিক্ষক পদের সংখ্যা ৫টি; তন্মধ্যে ১টি পদ শূন্য রয়েছে। প্রধান শিক্ষিকা বিএ পাশ এবং ১৯৯৭ সাল থেকে এ বিদ্যালয়ে কর্মরত রয়েছেন।

চিত্র নং-১: বাটখোলা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পুরাতন ভবন।

চিত্র নং-২: বাটখোলা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের নবনির্মিত ভবন।

বিদ্যালয়ের মূল ভবনটি আলাদা এবং এ ভবনের পার্শ্বে প্রকল্পের আওতায় নতুন ভবন নির্মাণ করা হয়েছে। মূল ভবনে ৪টি কক্ষ রয়েছে যার মধ্যে ৩টি শ্রেণীকক্ষ এবং একটি অপেক্ষাকৃত ছোট আয়তনের অফিস কক্ষ। এ ৪টি কক্ষের মধ্যে আপাতত ২টি শ্রেণীকক্ষ ব্যবহৃত হচ্ছে এবং অফিসকক্ষসহ ১টি শ্রেণীকক্ষ তালাবদ্ধ অবস্থায় দেখা গেছে। নতুন ভবনটিতে ৩ তলা ফাউন্ডেশনে ১তলা নির্মিত হয়েছে। এ ভবনে নির্মিত ৩টি কক্ষের মধ্যে ২টি শ্রেণীকক্ষ ও ১টি অফিসকক্ষ হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। দুটি ভবনের মাঝখানে টয়লেট ব্লক রয়েছে যার ১টি ছাত্র+শিক্ষক এবং অপরটি ছাত্রী+শিক্ষিকা কর্তৃক ব্যবহার করা হচ্ছে। একটি টিউবওয়েল রয়েছে যা জনৈক ইউনিয়ন পরিষদ সদস্য কর্তৃক সরবরাহ করা হয়েছে। মূল ভবনটি জরাজীর্ণ তবে মেরামতযোগ্য বলে পরিলক্ষিত হয়েছে এবং প্রকৌশলীগণও মেরামতযোগ্য বলে একমত পোষণ করেছেন। প্রকল্পের আওতায় নির্মিত ভবনটি ২০০৯-১০ সনে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের নিকট হস্তান্তর করা হয়েছে, কিন্তু ভবনটি খুব সন্তোষজনক অবস্থায় দেখা যায়নি। ভবনের মেঝেসহ সিঁড়ি ইত্যাদি ইতোমধ্যে বেশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে গেছে; যা এত কম সময়ের মধ্যে কাম্য নয়। একটি বিষয় উল্লেখযোগ্য তা হচ্ছে মূল ভবনের দুটি কক্ষ অব্যবহৃত অবস্থায় বিদ্যমান রয়েছে এবং কক্ষ দুটি ব্যবহারের প্রয়োজন হয় না মর্মে শিক্ষিকাগণ জানিয়েছেন। কারণ মোট শিক্ষার্থী সংখ্যা মাত্র ১৯০ জন। এক্ষেত্রে নতুন ভবন নির্মাণ কতটা যৌক্তিক ছিল তা কিছুটা প্রশ্নবিদ্ধ।

চিত্র নং- ৩: বাটখোলা রেজিস্টার্ড বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পুরাতন ভবনের দেয়ালের প্লাস্টার এবং করিডোরের ফ্লোর ।

চিত্র নং-৪: বাটখোলা রেজিস্টার্ড বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের নবনির্মিত ভবনের করিডোরের বর্তমান অবস্থা ।

১৪.২ সোনাকান্দি রেজিস্টার্ড বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ঃ

সোনাকান্দি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়টি রায়পুরা উপজেলায় নিলক্ষা ইউনিয়নে অবস্থিত। বিদ্যালয়টি ১৯৯৫ সালে প্রতিষ্ঠিত। এ বিদ্যালয়েও মূল ভবনের পার্শ্বে প্রকল্পের আওতায় ৩ তলা ফাউন্ডেশনসহ ১ তলা নতুন ভবন নির্মাণ করা হয়েছে। বিদ্যালয়ের মূল ভবনটিতে ৪টি কক্ষ রয়েছে। অফিসকক্ষও সেখানে তবে ভবনটি বর্তমানে এতই জরাজীর্ণ যে শিক্ষকগণ সেখানে বসে কাজ করতে ভরসা পান না। ফলে ভবনটি তালাবদ্ধ অবস্থায় আছে বলে জানানো হয়েছে এবং পরিদর্শনেও তাই দেখা গেছে। নতুন ভবনটিতে ৩টি শ্রেণীকক্ষ রয়েছে এবং ৩টিই ব্যবহৃত হচ্ছে। উপরন্তু প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণীর শিক্ষার্থীরা বিদ্যালয় ভবনের বারান্দায় বসে ক্লাস করছে মর্মে দেখা গেছে। বিদ্যালয়ের মোট শিক্ষার্থী সংখ্যা ৪৩৩ জন। অথচ এ বিদ্যালয় ভবনে মাত্র ৩টি শ্রেণীকক্ষ রয়েছে যা পর্যাপ্ত নয় বলে পরিদর্শনকালে প্রতীয়মান হয়েছে। মোট কর্মরত শিক্ষক সংখ্যা ৪ জন- প্রধান শিক্ষক এসএসসি পাশ। শ্রেণীকক্ষের অপ্রতুল সংখ্যার কারণে বা অন্যান্য যে কোন কারণে পাঠদান মানসম্মত নয় বলে ধারণা করা যায়। কারণ বিগত বৎসরে সমাপনী পরীক্ষায় পাশের হার ছিল মাত্র ৫০%।

বিদ্যালয় ভবনের টয়লেটের অবস্থা সন্তোষজক নয়। পূর্ব হতে বিদ্যমান ১টি মহিলা এবং ১টি পুরুষ টয়লেট বর্তমানে ব্যবহারযোগ্য নয় বলে অবহিত করা হয়েছে। এ দিকে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর (ডিপিএইচই) কর্তৃক চলতি বৎসরে (২০১৪) ৫ টি টয়লেটসহ একটি টয়লেট ব্লক নির্মাণ করা হয়েছে যা পরিদর্শনের দিন পর্যন্ত হস্তান্তর করা হয়নি মর্মে অবহিত করা হয়েছে। বিদ্যালয় প্রাঙ্গণ জুড়ে জ্বালানী হিসেবে ব্যবহারের জন্য ঘুঁটে শুকাতে দেখা গেছে। বিদ্যালয়ের সার্বিক পরিবেশ বেশ অপরিচ্ছন্ন বলে প্রতীয়মান হয়েছে। তদুপরি, বিদ্যালয়ের ধার ঘেঁষেই একটি অপরিষ্কার ডোবা রয়েছে যার কোন সীমানা প্রাচীর নেই; বিষয়টি ক্ষুদে শিক্ষার্থীদের জন্য বিপদজনক।

চিত্র নং-৫: সোনাকান্দি রেজিস্টার্ড বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পুরাতন ভবন ।

চিত্র নং -৬: সোনাকান্দি রেজিস্টার্ড বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের নবনির্মিত ভবন ।

চিত্র নং-৭: সোনাকান্দি রেজিস্টার্ড বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের করিডোরে পাঠদান চলমান।

চিত্র নং-৮: সোনাকান্দি রেজিস্টার্ড বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সম্মুখে খালি জায়গা যার পাশেই ডোবা।

উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি অনুসরণপূর্বক 'দৈনিক যায় যায় দিন' এবং 'দৈনিক নিউ এজ' পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের মাধ্যমে সর্বনিম্ন দরদাতা ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান নির্বাচন করা হয়। সোনাকান্দি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জন্য মোট চুক্তিমূল্য ৩৭,৮৪,৫২৯/- টাকায় সর্বনিম্ন দরদাতা মেসার্স এইচ এম এন্টারপ্রাইজ এবং বাটখোলা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জন্য ২১,৫৫,৫৫৭.৬৫/- টাকা চুক্তি মূল্যে মেসার্স পারভেজ এন্টারপ্রাইজকে কার্যাদেশ দেয়া হয়।

১৪.৩ **নারান্দি শরাফত আলী রেজিস্টার্ড বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ঃ** বিদ্যালয়টি নরসিংদী জেলার মনোহরদি উপজেলার সুকুন্দি ইউনিয়নে অবস্থিত। ১৯৯৭ সালে দানকৃত জমির উপর প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ের মূল পুরাতন ভবন ভেঙ্গে প্রকল্পের আওতায় ৩তলা ফাউন্ডেশনে ১ তলা ভবন নির্মাণ করা হয়। পরবর্তীতে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের রাজস্ব বাজেটের অর্থায়নে দোতলা ও তিনতলা নির্মাণ করা হয়। বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীর সংখ্যা সর্বমোট ২৪৫ জন। তন্মধ্যে ছাত্র ১০৫ জন এবং ছাত্রী ১৪০ জন। শিক্ষক সংখ্যা মোট ৪ জন (মহিলা শিক্ষক ২ জন)। প্রধান শিক্ষক স্নাতক পাশ এবং ২০০৪ সন থেকে কর্মরত আছেন। ভবনটির নির্মাণ কাজ অন্য বিদ্যালয় ভবনগুলো থেকে উন্নতমানের বলে প্রতীয়মান হয়েছে এবং নির্মাণ কাজে যত্নের ছাপ পরিলক্ষিত হয়েছে। তবে পুরো তিনতলা বিদ্যালয় ভবনে এক তলায় মাত্র ১টি টয়লেট নির্মাণ করা হয়েছে যা অত্যন্ত অপ্রতুল বলে ধারণা করা যায়।

সীমিত দরপত্র পদ্ধতি (LTM) অনুসরণপূর্বক ' The New Nation' ও 'দৈনিক সমকাল' পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের মাধ্যমে সর্বনিম্ন দরদাতা মেসার্স মরিয়ম এন্টারপ্রাইজ- কে ৩২,২২,০০০/- টাকায় কার্যাদেশ প্রদান করা হয়। এছাড়া ৩টি বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষই ৪৮ জোড়া উঁচু/নীচু বেঞ্চ, ৪টি টেবিল, ৬টি চেয়ার এবং ১টি করে স্টীলের আলমারি বুঝে পেয়েছেন বলে জানিয়েছেন।

চিত্র নং-৯: নারান্দি শরাফত আলী রেজিস্টার্ড বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের নবনির্মিত ভবন।

খ. মানিকগঞ্জ জেলাঃ

গত ০২-০৪-২০১৪ তারিখে মানিকগঞ্জ জেলার নিম্নবর্ণিত বিদ্যালয়টি পরিদর্শন করা হয় ঃ

১৪.৪ **পুরান পয়লা রেজিস্টার্ড বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ঃ** উল্লিখিত প্রাথমিক বিদ্যালয়টি মানিকগঞ্জ জেলার শিবালয় উপজেলার তেওতা ইউনিয়নে অবস্থিত। বিদ্যালয়টির দানকৃত জমির উপর ১৯৯২ সালে প্রতিষ্ঠিত। প্রকল্পের আওতায় পুনর্নির্মাণ করা হয়েছে ২০০৮-০৯ অর্থবছরে। বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক এইচএসসি ও সি-ইন-এড পাশ। মোট শিক্ষক সংখ্যা ৫ জন, তন্মধ্যে মহিলা শিক্ষক ৩ জন। মোট শিক্ষার্থী সংখ্যা ৩৫২ জন-বালক ১৭৩+ বালিকা ১৭৯ জন।

বিদ্যালয়ের মূল ভবনটি টিনশেড এবং পরিদর্শনকালে অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে আছে দেখা গেছে। প্রকল্পের আওতায় নতুন ভবনে ৩টি শ্রেণীকক্ষ নির্মিত হয়েছে। তবে নির্মিত ভবনটি খুব ভাল অবস্থায় নেই বলে পরিদর্শনে প্রতীয়মান হয়। ভবনটি নির্মাণে কোন যত্নের ছাপ নেই, ইতোমধ্যেই প্লাস্টার খসে পড়ছে। পরিদর্শনকালে উপস্থিত এলজিইডির সংশ্লিষ্ট প্রকৌশলীগণ 'প্রকিউরমেন্ট' সংক্রান্ত কোন তথ্য দিতে অপারগ হন। প্রধান শিক্ষক ৪৮ জোড়া উঁচু+নীচু বেঞ্চ, ৩টি টেবিল, ৩টি চেয়ার এবং ১টি স্টীলের আলমারী বুঝে পেয়েছেন বলে জানিয়েছেন।

গ. চট্টগ্রাম জেলা ঃ

গত ২৫-১০-২০১৪ তারিখে চট্টগ্রাম জেলার নিম্নবর্ণিত ০২ টি বিদ্যালয় পরিদর্শন করা হয় ঃ

১৪.৫ **পাঁচ খাইন কর্ণফুলী প্রেমদা রেজিস্টার্ড বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ঃ** বিদ্যালয়টি চট্টগ্রাম জেলার রাউজান উপজেলার বাগোয়ান ইউনিয়নে অবস্থিত। বিদ্যালয়টি গত ২৫-১০-২০১৪ তারিখে আইএমইডি কর্তৃক সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়। বিদ্যালয়টি ১৯৯০ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। মোট জমির পরিমাণ ৩৩ শতাংশ এবং জমিদাতা জনাব শ্রীদাম চন্দ্র দেবনাথ। বিদ্যালয়টির মোট ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা ১২০ জন; তন্মধ্যে ৬৩ জন বালক এবং ৫৭ জন বালিকা। বিদ্যালয়টিতে ৪ জন শিক্ষক কর্মরত আছেন যার মধ্যে ২ জন মহিলা শিক্ষক রয়েছেন। প্রধান শিক্ষকের শিক্ষাগত যোগ্যতা বিএ,সি.ইন এড। তিনি ২৮ অক্টোবর,১৯৯৯ সাল থেকে এ বিদ্যালয়ে কর্মরত রয়েছেন। বিদ্যালয়টির মূল ভবনের পার্শ্বে প্রকল্পের আওতায় নতুন ভবন নির্মাণ করা হয়েছে।

চিত্র নং-১০: পাঁচ খাইন কর্ণফুলী প্রেমদা রেজিস্টার্ড বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পুরাতন ভবন।

চিত্র নং-১১: পাঁচ খাইন কর্ণফুলী প্রেমদা রেজিস্টার্ড বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের নবনির্মিত ভবন।

মূল ভবনে ৪টি কক্ষ রয়েছে যার মধ্যে একটি ছোট কক্ষকে অফিস কক্ষ হিসেবে আপাতত ব্যবহার করা হচ্ছে। পরবর্তীতে অফিস কক্ষ নতুন ভবনে স্থানান্তর করা হবে বলে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক অবহিত করেন। মূল ভবনের বাকী ৩টি কক্ষের মধ্যে দুটি পরিত্যক্ত অবস্থায় দেখা গেছে এবং অপর কক্ষে পাঠদান চলমান রয়েছে।

মূল ভবনটির দেয়ালে বিভিন্ন জায়গায় ফাটল দেখা দিয়েছে। এছাড়াও করিডোর এর ফ্লোরেও একাধিক ফাটল পরিলক্ষিত হয় তবে মূল ভবনটি জরাজীর্ণ হলেও মেরামতযোগ্য বলে পরিলক্ষিত হয়েছে এবং উপজেলা প্রকৌশলী মেরামতযোগ্য বলে একমত পোষণ করেছেন।

চিত্র নং-১২: পাঁচ খাইন কর্ণফুলী প্রেমদা রেজিস্টার্ড বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পুরাতন ভবনের দেয়ালে এবং বারান্দার ফ্লোরে ফাটলের দৃশ্য।

নতুন ভবনটি ৩ তলা ফাউন্ডেশনে একতলা নির্মিত হয়েছে। এ ভবনে ৩টি কক্ষ আছে তার মধ্যে ১টি কক্ষ অফিস কক্ষ হিসেবে ব্যবহৃত হবে বলে প্রধান শিক্ষক জানিয়েছেন। নতুন ভবনটি ২০১২ সালে কর্তৃপক্ষের নিকট হস্তান্তর করা হয়েছে। ভবনটির পূর্ত কাজের মান ভাল মনে হয়েছে এবং ভবনটি দেখতেও সুন্দর। বিদ্যালয়টির মোট ৩টি টয়লেট রয়েছে তন্মধ্যে পুরাতন ভবন নির্মাণের সময় নির্মিত টয়লেট দুটি বালক ও বালিকাদের ব্যবহারের জন্য বাকী টয়লেটটি নতুন ভবনের অফিস কক্ষের ভেতরে যা শিক্ষকগণ ব্যবহার করেন। প্রকল্পের আওতায় বিদ্যালয়টিতে একটি টিউবওয়েল স্থাপন করা হয়েছে যা বর্তমানে সচল রয়েছে বলে পরিলক্ষিত হয়। তবে পূর্বেই বিদ্যালয়টিতে একটি টিউবওয়েল ছিল অতএব নতুন টিউবওয়েল স্থাপন করা কতটা যৌক্তিক ছিল তা প্রশ্নবিদ্ধ। সব মিলিয়ে বিদ্যালয়টির সদ্য নির্মিত ভবনটি দেখতে দৃষ্টিনন্দন।

কিন্তু বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীর মোট সংখ্যা সন্তোষজক নয় (১২০)। উপরন্তু বিদ্যালয়টির পঞ্চম শ্রেণীর সমাপনী পরীক্ষার ফলাফলও আশানুরুপ নয়। ২০১৩ সালে পাশের হার মাত্র ৭৮%। তবে ২০১০ এবং ২০১২ সালে পাশের হার সন্তোষজনক। বিদ্যালয়টিতে ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা কম হওয়ার কারণ হিসেবে প্রধান শিক্ষক উল্লেখ করেন যে, এ গ্রামে আরও একটি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও মাদ্রাসা থাকার কারণে এ বিদ্যালয়টির ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা কম। তবে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন যে, সমাপনী পরীক্ষায় ভাল ফলাফল করতে সক্ষম হলে ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা বাড়বে।

চিত্র নং -১৩: পাঁচ খাইন কর্ণফুলী প্রেমদা রেজিস্টার্ড বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শ্রেণী কক্ষে পাঠদান।

ক্রয় প্রক্রিয়া ঃ সীমিত দরপত্র পদ্ধতি (LTM) গত ০১-১১-২০১১ তারিখে টিওসি সভা এবং ১৩-১১-২০১১ তারিখে টিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। টিইসি সভায় ৩টি দরপত্র মূল্যায়ন করা হয় তন্মধ্যে ২টি নন-রেসপনসিভ এবং ১টি রেসপনসিভ হয়। একমাত্র রেসপনসিভ প্রতিষ্ঠান এম/এস হাচি ফকির ট্রেডার্স-কে ৩৬,০৪,২৭৯/- (ছত্রিশ লক্ষ চার হাজার দুইশত উনআশি) টাকা মূল্যে গত ২৮-১১-২০১১ তারিখে কার্যাদেশ প্রদান করা হয়।

১৪.৬ **উত্তর-পূর্ব কোতোয়ালী ঘোনা রেজিস্টার্ড বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ঃ** বিদ্যালয়টি চট্টগ্রাম জেলার রাউজান উপজেলার গহীরা ইউনিয়নের কোতোয়ালী ঘোনা গ্রামে অবস্থিত। বিদ্যালয়টি গত ২৫-১০-২০১৪ তারিখে আইএমইডি কর্তৃক সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়। বিদ্যালয়টি ১৯৮৮ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। মোট জমির পরিমাণ ৩৯.৫ শতাংশ এবং জমিদাতা জনাব মোঃ নুরুজ্জামান। বিদ্যালয়ের মোট ছাত্রছাত্রী সংখ্যা ১৯৪ জন; তন্মধ্যে ৭৯ জন বালক এবং ৮৬ জন বালিকা। বিদ্যালয়টিতে ৪ জন শিক্ষক কর্মরত আছে যার মধ্যে ১ জন মহিলা শিক্ষক রয়েছেন। প্রধান শিক্ষক কামিল পাশ। তিনি ১৯৯৩ সাল থেকে বিদ্যালয়টিতে কর্মরত আছেন। বিদ্যালয়টি ১৯৮৮ সালে প্রতিষ্ঠিত হলেও বর্তমান স্থানে ১৯৯৯ সালে স্থানান্তর করা হয়। পুরাতন ভবনটি ১৯৯৯ সালে নির্মাণ করা হয়েছে। বিদ্যালয়ের পুরাতন ভবনটিতে ৩টি কক্ষ রয়েছে যার মধ্যে ২টি শ্রেণী কক্ষ এবং একটি অফিসকক্ষ হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে।

চিত্র নং-১৪: উত্তর-পূর্ব কোতোয়ালী ঘোনা রেজিস্টার্ড বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পুরাতন ভবন।

চিত্র নং-১৫: উত্তর-পূর্ব কোতোয়ালী ঘোনা রেজিস্টার্ড বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের নবনির্মিত ভবন।

প্রকল্পের আওতায় ৩ তলা ফাউন্ডেশনে ১ তলা নতুন ভবন নির্মাণ করা হয়েছে যার ৩টি কক্ষই শ্রেণীকক্ষ হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। অতএব বিদ্যালয়টিতে কোন কক্ষই অব্যবহৃত অবস্থায় নেই। প্রকল্পের আওতায় নির্মিত ২টি নতুন টয়লেটসহ মোট ৪টি টয়লেট রয়েছে। বালক বালিকা এবং শিক্ষকদের জন্য পৃথক টয়লেট রয়েছে। তবে বিদ্যালয়টিতে পানি সমস্যা রয়েছে। প্রকল্পের আওতায় স্থাপিত টিউবওয়েলটি পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে আছে। টিউবওয়েলটি অনতিবিলম্বে মেরামতের প্রয়োজন বলে প্রতীয়মান হয়েছে। প্রধান শিক্ষক ২০১৪ সালে নতুন বিদ্যালয় ভবনটি বুঝে পেয়েছেন। কিন্তু বিদ্যালয়টির পূর্ত কাজের মান নতুন হিসেবে ততটা ভাল বলে মনে হয়নি।

পরিদর্শনকালে এলাকার সম্মানিত ব্যক্তিবর্গ এবং বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি উপস্থিত ছিলেন। তিনি জানান, বিদ্যালয়টির সিঁড়িঘর চুঁইয়ে পানি পড়ছিল তবে অভিযোগ করার পরে এলজিইডি তা সংস্কার করে। মূল বিদ্যালয়টির দরজা এবং বেঞ্চগুলো মেহগনি/গামার কাঠের হওয়ার কথা থাকলেও ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি অভিযোগ করেন বেঞ্চগুলো মূলত রেইনট্রি কাঠের। উপজেলা প্রকৌশলী জানান বিদ্যালয়টির পুরানো ভবনটি মোটামুটি ভাল আছে; এটি সংস্কারযোগ্য। বিদ্যালয়ের পঞ্চম শ্রেণী সমাপনী পরীক্ষায় পাশের হার সন্তোষজনক হলেও এ প্লাস পাওয়ার হার নগণ্য। ২০১১ সাল থেকে ২০১৪ সাল পর্যন্ত প্রতিবছর বিদ্যালয়টিতে শতভাগ পাশ করলেও ২০১৩ সালে মাত্র ১ জন A+ পেয়েছে। বিদ্যালয়টির সামনেই একটি নালা রয়েছে। বিদ্যালয়ের ক্ষুদে ছাত্র-ছাত্রীরা খেলতে গিয়ে নালাতে পড়ে অনাকাঙ্খিত দুর্ঘটনা ঘটাতে পারে। এ জন্য বিদ্যালয়টি বাউন্ডারী ওয়াল নির্মাণ করা আবশ্যক বলে প্রতীয়মান হয়।

চিত্র নং-১৬: উত্তর-পূর্ব কোতোয়ালী ঘোনা রেজিস্টার্ড বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সামনে মাঠের পাশেই নালার অবস্থান।

ক্রয় প্রক্রিয়া ঃ গত ৩০-০৫-২০১২ তারিখে টিওসি সভা এবং ১০-০৫-২০১২ তারিখে টিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। টিইসি সভায় ২টি দরপত্র মূল্যায়ন করা হয়। প্রাক্কলিত মূল্য ৩৬,২০,০০০/- (ছত্রিশ লক্ষ বিশ হাজার) টাকার থেকে ০.০২% লেস সর্বনিম্ন দরদাতা এম/এস এন এস এন্টারপ্রাইজকে কার্যাদেশ প্রদানের সুপারিশ করা হয়। উক্ত প্রতিষ্ঠানকে ৩৬,১৯,২৬০/- (ছত্রিশ লক্ষ উনিশ হাজার দুইশত ষাট) টাকা মূল্য গত ১২-০৬-২০১২ তারিখে কার্যাদেশ প্রদান করা হয়।

ঘ. খুলনা জেলা ঃ

গত ০৫-০৫-২০১৪ তারিখে প্রকল্পের খুলনা জেলার অংশের কার্যক্রম পরিদর্শন করা হয়।

১৪.৭ **খানবাড়ি রেজিষ্টার্ড বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ঃ** বিদ্যালয়টি খুলনা জেলার সদর উপজেলায় অবস্থিত। বিদ্যালয়টি ০৫-০৫-২০১৪ তারিখে আইএমইডি কর্তৃক সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে উপজেলা প্রকৌশলীসহ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। পরিদর্শনকালে দেখা যায় যে, ৬তলা ভিতসহ প্রথম তলা নির্মাণ করা হয়েছে। প্রথম তলায় ৩টি শ্রেণী কক্ষ নির্মাণ করা হয়েছে। গত ১৪-০২-২০১২ তারিখে পিইসি সভায় ৩টি দরপত্রের মূল্যায়ন করা হয় এর মধ্যে মেসার্স হুমায়ন কবীর এন্ড কোং লিমিটেড সর্বনিম্ন দরদাতা হওয়ায় কমিটি উক্ত প্রতিষ্ঠানকে কার্যাদেশ প্রদানের সুপারিশ করে। প্যাকেজে নং আরএনজিপিএস/ডব্লিউ ৪ ২০৫৩ এর আওতায় ২৭,৪৫,৫০০/- টাকা মূল্যে কার্যাদেশ প্রদান করা হয়। পরবর্তীতে ভবন নির্মাণে পাইলিং এর প্রয়োজন হওয়ায় সংশোধিত চুক্তিমূল্য ৩১,৫৫,৯০০/-টাকা নিরূপণ করা হয়। কার্যসম্পাদনের জন্য নির্ধারিত তারিখ ছিল ৩০-০৪-২০১৩; নির্ধারিত তারিখের মধ্যে কার্যসম্পাদন করা হয়েছে।

নির্মিত ভবনের পশ্চিম পাশের দেয়ালে কয়েকটি স্থানে হেয়ার ক্র্যাক দেখা গেছে। বারান্দার গ্রীল ওয়ালের সাথে বীমের ফাটল সৃষ্টি হয়েছে। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট উপজেলা প্রকৌশলী জানান ভবন নির্মাণ করার কয়েক বছর পর সাধারণত ব্রীক ওয়াল ও আরসিসি এর মধ্যে সৃষ্ট ফাটল সৃষ্টি হয়। আসবাবপত্রের গুণগত মান সন্তোষজনক নয়। দরজায় ব্যবহৃত কাঠের মানও উন্নত ও সন্তোষজনক বলে পরিলক্ষিত হয় না। বিদ্যালয়টির ব্যবস্থাপনায় অবহেলা পরিলক্ষিত হয়েছে। পরিদর্শনের দিন দেখা যায় যে স্থানীয় লোকজন ভবনের রেলিং এর উপর বসে রয়েছে, ফলে ভবনটির রেলিংটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

১৪.৮ **জাকী রেজিস্টার্ড বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ঃ** বিদ্যালয়টি খুলনা জেলার সদর উপজেলায় অবস্থিত। বিদ্যালয়টির মোট ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা ২৯৪ জন; শিক্ষক সংখ্যা ৪ জন। জমির পরিমাণ ৫০ শতাংশ।
ভবন নির্মাণের জন্য উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতির মাধ্যমে (OTM) দরপত্র আহ্বান করা হলে তিনটি ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান তাদের দরপত্র জমা দেয়। এর মধ্যে সর্বনিম্ন দরদাতা হিসাবে মেসার্স কাজল ব্রাদার্সকে কার্যাদেশ প্রদানের জন্য কমিটি কর্তৃক সুপারিশ করা হয়।
প্যাকেজ নং আরএনজিপিএস/ডব্লিউডি ৪.১১৩৭ এর আওতায় ১৬,৯৫,১৯০/- টাকা চুক্তিমূল্যে মেসার্স কাজল ব্রাদার্সকে কার্যাদেশ প্রদান করা হয়। কার্য সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত তারিখ ছিল ১৭-০৮-২০১১। নির্ধারিত তারিখের মধ্যে নির্মাণ কার্যটি সম্পাদন করা হয়।

নির্মাণ কাজ ঃ ভবনটির উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণের লক্ষ্যে দ্বিতীয় তলায় ১৬'×৪" ×১৯'-৬" মাপের তিনটি শ্রেণীকক্ষ নির্মাণ করা হলেও ইতোমধ্যেই এটি জরাজীর্ণ অবস্থায় পরিণত হয়েছে। ভবনের পশ্চিম পাশের দরজায় ফ্রেমটি ভেঙ্গে খুলে গেছে। প্লাস্টার এবং কাজের মান নিম্ন। ব্যবহৃত আসবাবপত্রের কাঠের গুণগত মানও নিম্ন বলে পরিলক্ষিত হয়েছে।
বিদ্যালয়ের পরিবেশ অত্যন্ত নোংরা। শিক্ষক কক্ষটি অত্যন্ত নোংরা ও অপরিচ্ছন্ন এবং যা শিক্ষার উন্নত পরিবেশকে ব্যাহত করছে বলে পরিদর্শনকালে পরিলক্ষিত হয়।

ঙ. যশোর জেলা ঃ

গত ০৬-০৮-২০১৪ তারিখে প্রকল্পের যশোর জেলার অংশের কার্যক্রম পরিদর্শন করা হয়।

১৪.৯ **সর্বদনা হুদা রেজিস্টার্ড বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ঃ** বিদ্যালয়টি যশোর জেলার শারসা উপজেলায় অবস্থিত। বিদ্যালয়টির মোট ছাত্রছাত্রী সংখ্যা ২২৭ জন; এর মধ্যে ছাত্র ১১৭ এবং ছাত্রী ১১০ এবং শিক্ষক সংখ্যা ৪ জন। জমির পরিমাণ ৩৬ শতাংশ। RNGMS/wd 5.363 প্যাকেজের আওতায় মেসার্স আব্দুর রাজ্জাক-কে ২২৫১৫৫৩.১৮ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে কার্যাদেশ প্রদান করা হয়। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কার্যটি সম্পাদন করা হয়েছে।
ভবনের নির্মাণ কাজে বেশ ত্রুটি পরিলক্ষিত হয়েছে। ভবনের দরজার সাথে আটকানো কবজা উঠে গেছে ফলে দরজাটি খুলে গেছে। প্রাথমিক অবস্থায় দুই তলা ফাউন্ডেশনসহ ৩ কক্ষ বিশিষ্ট ভবন নির্মাণ করা হয়েছে। তবে পরিদর্শনে প্রতীয়মান হয় যে, নির্মাণ কাজের গুণগত মান সন্তোষজনক নয়। এক্ষেত্রে সরবরাহকৃত আসবাবপত্রের মান নিম্ন বলে পরিলক্ষিত হয়েছে। এক্ষেত্রে নিম্নমানের অপরিপক্ক কাঠ ব্যবহার করা হয়েছে। ভবনের সামনের অনেক স্থানে প্লাস্টার উঠে গেছে যা কাঙ্খিত নয়। বিদ্যালয় প্রাঙ্গনের খেলার মাঠ ও অসম্পূর্ণ অবস্থায় রয়েছে। রক্ষণাবেক্ষণ খাতে বরাদ্দ রাখা প্রয়োজন বলে পরিদর্শনকালে প্রতীয়মান হয়েছে। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কার্য সম্পাদন করা হয়েছে।

১৪.১০ **নওদা গ্রাম সুলতান দফাদার রেজিস্টার্ড বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ঃ** বিদ্যালয়টি যশোর জেলার সদর উপজেলায় অবস্থিত। বিদ্যালয়টির মোট ছাত্রছাত্রী সংখ্যা ২৫০ জন; তন্মধ্যে ছাত্র সংখ্যা ১২০ জন এবং ছাত্রী সংখ্যা ১৫৫ জন এবং শিক্ষক সংখ্যা ৪ জন। দুই শিফট বিশিষ্ট বিদ্যালয়টির মোট জমির পরিমাণ ১৬ শতাংশ। RNGMS/wd1.407 প্যাকেজের আওতায় মেসার্স বিশ্বজিৎ কনস্ট্রাকশন-কে ১৮-১০-২০১২ তারিখে কার্যাদেশ প্রদান করা হয়। কক্ষটি সম্প্রসারনের জন্য নির্ধারিত তারিখ ছিল ২৫-০৬-২০১৩। নির্ধারিত সময়ের প্রায় ৫ মাস পরে অর্থাৎ ২৫-১১-২০১৩ তারিখে কার্যটি সম্পাদন করা হয়।

নির্মাণ কাজ পরিদর্শন ঃ ৩টি কক্ষসহ দ্বিতীয় তলা ভিতসহ ১ম তলা নির্মাণ করা হয়েছে। প্রতিটি কক্ষের আয়তন ১৯'.৬"×১৪'.৪" নির্মাণ কাজের বেশ ত্রুটি পরিলক্ষিত হয়েছে। বিদ্যালয়ের বারান্দার চারপাশে আড়াআড়ি ফাটল সৃষ্ট হয়েছে। ব্রিক ওয়াল এর সাথে সংযোগ স্থান না হওয়ার ফলে এ ভবনের ফাটল সৃষ্টি হয়েছে বলে পরিদর্শন সূত্রে জানা গেছে। বিদ্যালয় ভবনের দরজায় ছিটকিনি ও হাতলে নিম্নমানের সামগ্রী ব্যবহার করা হয়েছে।

১৫.০। **বাস্তবায়ন সমস্যা ঃ**

ক. বিদ্যালয় ভিত্তিক :

১৫.১ বাটখোলা রেজিস্টার্ড বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে নবনির্মিত ভবনটি ইতোমধ্যে বেশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে গেছে, নির্মাণ কাজে যত্নের ছাপ নেই;

১৫.২ সোনাকান্দি রেজিস্টার্ড বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যার তুলনায় শ্রেণী কক্ষের সংখ্যা অপ্রতুল। এছাড়া বিদ্যালয় প্রাঙ্গণ অপরিচ্ছন্ন, উপরন্তু বিদ্যালয়ের পাশেই একটি অপরিস্কার ডোবা রয়েছে যা ক্ষুদে শিক্ষার্থীদের জন্য বিপদজনক;

১৫.৩ নারান্দি শরাফত আলী রেজিস্টার্ড বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়টি তিনতলা বিশিষ্ট ভবন; কিন্তু সমগ্র বিদ্যালয়ে টয়লেট মাত্র ১টি। শিক্ষার্থীর মোট সংখ্যা ২৪৫ জন। একটি মাত্র টয়লেট এতজন দ্বারা ব্যবহারের বিষয়টি অস্বাস্থ্যকর বলে মনে হয়;

১৫.৪ উত্তর-পূর্ব কোতয়ালী ঘোনা রেজিস্টার্ড বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পানি সমস্যা প্রকট। এছাড়া নতুন ভবনের কাজের মান সন্তোষজনক নয়। উপরন্তু বিদ্যালয় প্রাঙ্গণের পাশেই নালা রয়েছে;

১৫.৫ খানবাড়ি রেজিস্টার্ড বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ভবনের কয়েকটি স্থানে হেয়ার ক্র্যাক সৃষ্টি হয়েছে। বীমের সাথে আরসিসি সংযোগ না হওয়ার ফলে ফাটল দেখা গিয়েছে;

১৫.৬ সর্বদনা হুদা রেজিস্টার্ড বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়টির নির্মাণ কাজের গুণগত মান সন্তোষনজনক নয়। পশ্চিম পাশের একটি দরজা ভবন থেকে ইতোমধ্যে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। প্লাষ্টারের নিম্নমানের পরিলক্ষিত হয়েছে;

১৫.৭ সর্বদনা হুদা রেজিস্টার্ড বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ভবনে সরবরাহকৃত আসবাবপত্রের গুণগত মান সন্তোষজনক নয়। এক্ষেত্রে আসবাবপত্রে নিম্নমানের কাঠ ব্যবহার করা হয়েছে;

১৫.৮ নওদা সুলতান দফাদার রেজিস্টার্ড বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের চারপাশে আড়াআড়ি ফাটল সৃষ্টি হয়েছে যা কাম্য নয়। এটি ভবনের স্থায়িত্বকে নষ্ট করতে পারে বলে প্রতীয়মান হয়। এছাড়া জানালা ও দরজায় সরবরাহকৃত ছিটকানি ও হাতলের মান নিম্নমানের;

১৫.৯ জাকী রেজিস্টার্ড বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণসহ আশেপাশের পরিবেশ অত্যন্ত নোংরা ও অপরিচ্ছন্ন বলে প্রতীয়মান হয়েছে। এছাড়া আসবাবপত্রের গুণগত মানও ভাল নয়;

খ. সার্বিক :

১৫.১০ আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় পুনর্নির্মিত/ মেরামতকৃত বিদ্যালয়গুলোতে শারীরিক প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য RAMP নির্মাণের কোন ব্যবস্থা রাখা হয়নি; এটি ডিজাইন পরিকল্পনার একটি ত্রুটি মর্মে প্রতীয়মান হয়;

১৫.১১ সার্বিকভাবে অধিকাংশ বিদ্যালয়ের নির্মাণ কাজ সন্তোষজনক বলে প্রতীয়মান হয়নি। প্রকল্পের আওতায় নির্মাণ কাজে অযত্নের ছাপ সুস্পষ্ট।

১৬.০। **সুপারিশ ঃ**

ক. বিদ্যালয় ভিত্তিক :

১৬.১ সোনাকান্দি রেজিস্টার্ড বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শ্রেণীকক্ষের অপ্রতুলতার সমস্যা প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের বাস্তবায়নাধীন অন্য কোন চলমান প্রকল্প যেমন পিইডিপি-৩ এর আওতায় মেটানো যেতে পারে (১৫.২);

১৬.২ সোনাকান্দি রেজিস্টার্ড বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং জাকী রেজিস্টার্ড বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গনের পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখার জন্য বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে সচেষ্ট থাকতে হবে; এ ব্যাপারে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর/সংশ্লিষ্ট উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তার নিয়মিত পরিদর্শন ও মনিটরিং অব্যাহত রাখা অত্যাবশ্যক (১৫.২);

১৬.৩ সোনাকান্দি রেজিস্টার্ড বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় (১৫.২) এবং উত্তর-পূর্ব কোতয়ালী ঘোনা রেজিস্টার্ড বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের (১৫.৪) পার্শ্বেই অবস্থিত ডোবায় পড়ে যাওয়ার ঝুঁকি থেকে শিক্ষার্থীদের রক্ষার জন্য ডোবার সামনে প্রতিরোধ ব্যবস্থা তৈরী করা যেতে পারে। অথবা সম্ভব হলে বিদ্যালয়ের চতুপার্শ্বে সীমানা প্রাচীর নির্মাণের ব্যবস্থা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ নিতে পারে ;

১৬.৪ নারান্দি শরাফত আলী রেজিস্টার্ড বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে টয়লেট সংখ্যা বৃদ্ধি করার বিষয়ে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের রাজস্ব বাজেটের আওতায় নির্মাণের জন্য এলজিইডি-কে অনুরোধ করা যেতে পারে (১৫.৩);

১৬.৫ উত্তর-পূর্ব কোতয়ালী ঘোনা রেজিস্টার্ড বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পানির সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে যথাশীঘ্র টিউব-ওয়েল স্থাপন করা আবশ্যক। এ ব্যাপারে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে পারে (১৫.৪);

১৬.৬ উত্তর-পূর্ব কোতয়ালী ঘোনা রেজিস্টার্ড বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় (১৫.৪), খানবাড়ি রেজিস্টার্ড বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় (১৫.৫), সর্বদনা হুদা রেজিস্টার্ড বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় (১৫.৬), নওদা সুলতান দফাদার রেজিস্টার্ড বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের (১৫.৮) নির্মাণ কাজ সন্তোষজনক পরিলক্ষিত হয়নি ; যা কাম্য নয়। ভবিষ্যতে এ ধরনের প্রকল্প বাস্তবায়নে নির্মাণ কাজের গুণগত মান বজায় রাখার বিষয়ে সতর্ক থাকা বাঞ্ছনীয়। তবে প্রতিবেদনে উল্লিখিত ত্রুটিসমূহ সংশোধনের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর কর্তৃক তাদের রাজস্ব বাজেটের আওতায় নিতে হবে;

১৬.৭ সর্বদনা হুদা রেজিস্টার্ড বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ভেঙ্গে পড়া দরজাটি প্রতিস্থাপনের ব্যবস্থা নেয়া জরুরী; অন্যথায় বিদ্যালয়ের নিরাপত্তা বজায় রাখা সম্ভব নয়। এ ব্যাপারে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে (১৫.৬);

১৬.৮ সর্বদনা হুদা রেজিস্টার্ড বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও জাকী রেজিস্টার্ড বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সরবরাহকৃত আসবাবপত্রের গুণগত মান নিম্ন মর্মে পরিদর্শনে দেখা গেছে। বিষয়টি প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর খতিয়ে দেখতে পারে। তবে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর ভবিষ্যতে প্রকল্প বাস্তবায়নে এ বিষয়ে নিবিড় তদারকীর মাধ্যমে মান সম্পন্ন আসবাবপত্র সরবরাহ নিশ্চিত করতে পারে (১৫.৭);

খ. সার্বিক :

১৬.৯ অন্য কোন চলমান প্রকল্পের মাধ্যমে অথবা রাজস্ব বাজেটের আওতায় বিদ্যালয়গুলোতে RAMP নির্মাণ করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা অত্যাবশ্যক; নতুবা প্রতিবন্ধী শিশুরা শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হতে পারে;

১৬.১০ প্রাথমিক বিদ্যালয় ভবন নির্মাণ সংক্রান্ত চলমান ও ভবিষৎ প্রকল্পগুলোর নির্মাণ কাজে আরও যত্নশীল হওয়া বাঞ্ছনীয়। এতদ্ব্যতীত আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় পুনর্নির্মাণ/মেরামতকৃত বিদ্যালয়ের নির্মাণ কাজের রক্ষণাবেক্ষণ অত্যন্ত জরুরী; অন্যথায় এখাতে সরকারের বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় বিফলে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে এবং শিক্ষার্থীদের প্রাপ্য সুবিধা প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত হওয়ার আশংকা রয়েছে।

"রিচিং আউট অব স্কুল চিলড্রেন-রস্ক (চতুর্থ সংশোধিত)" শীর্ষক প্রকল্প।

সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন

(জুন,২০১৩)

১.০ প্রকল্পের অবস্থান : সারাদেশের পিছিয়ে পড়া ৯০টি উপজেলা এবং ৭৪টি শিশু কল্যাণ ট্রাষ্ট স্কুল।

২.০ বাস্তবায়নকারী সংস্থা : প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর

৩.০ প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় : প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়।

৪.০ প্রাক্কলিত ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল :

(লক্ষ টাকায়)

প্রাক্কলিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয় (প্রঃ সাঃ)	পরিকল্পিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়ন কাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল প্রাঃ ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়ন কালের %)
মূল (প্রঃ সাঃ)	সর্বশেষ সংশোধিত (প্রঃ সাঃ)		মূল	সর্বশেষ সংশোধিত			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
মোট : ৩৯০৭১.৮০ জিওবি : ৩৬৩৯.৭০ প্রঃসাঃ ৩৫৪৩২.১০	মোট : ৬৪৫৩৮.১৮ জিওবি: ৩৫২৩.১৫ প্রঃসাঃ ৬১০১৫.০৩	মোট: ৬২৯৮৩.৭৭ টাকা: ৩৪৫৯.০৬ প্রঃসাঃ ৫৯৫২৪.৭১	জুলাই,২০০৪ হতে জুন, ২০১০	জুলাই,২০০৪ হতে জুন,২০১৩	জুলাই,২০০৪ হতে জুন,২০১৩	২৩৯১১.৯৭ (৬১%)	৩ বছর (৫০%)

৫.০। প্রকল্পের অংগভিত্তিক বাস্তবায়ন (প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় হতে প্রাপ্ত পিসিআর-এর ভিত্তিতে):

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	ডিপিপি অনুযায়ী কাজের অংগ	একক	পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
			আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক (%)	বাস্তব (%)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
১৬.	জনবল	সংখ্যা	৩৩৬.০৯	২০	৩২০.৮১(৯৫.৪৫%)	২০(১০০%)
১৭.	অনুদান	এলসি	৩৬৫২৯.৬০	২২৪৮২	৩৫২৪৪.৮০(৯৬.৪৮%)	২২৪৮২(১০০%)
১৮.	শিক্ষা ভাতা	ছাত্র(জন)	২১৪১৮.৭৩	৭৫০০০০	২১৪০১.২৩(৯৯.৯১%)	৭৫০০০০(১০০%)
১৯.	যানবাহন (মটর কার)	সংখ্যা	৮৬.৭২	থোক	৮৬.৭২(১০০%)	৫(১০০%)
২০.	যন্ত্রপাতি	থোক	৩৩.৯৭	থোক	৩৩.৯৭(১০০%)	থোক
২১.	আসবাবপত্র	থোক	৪.০০	থোক	৪.০০(১০০%)	থোক
২২.	প্রশিক্ষণ (স্থানীয়)	ইউনিট	৮২৩.৫০	--	৭৪১.২৬(৯০%)	ইউনিট
২৩.	বৈদেশিক প্রশিক্ষণ	জনমাস	২৫০.০০	৪০	২৪১.০৭(৯৬.৪২%)	৩৮.০৪(৯৮%)
২৪.	পরামর্শক (স্থানীয়)	জনমাস	১৩৬৬.৫৭	৪৪৬	১২৯২.৮৫ (৯৪.৬০%)	৪৪৬(১০০%)
২৫.	স্টেশনারী দ্রব্যাদি	থোক	১৬.৫৯	থোক	১৬.৫৯(১০০%)	থোক
২৬.	গুডস (প্রিন্টিং)	থোক	৮৪.২১	থোক	৬৩.৭০ (৭৫%)	থোক
২৭.	জ্বালানী	থোক	৬৮.৩৭	থোক	৬৪.৯১৯(৯৪.৯৩%)	থোক
২৮.	মেরামত	থোক	৫৭.০৮	থোক	৫৪.৮০ (৯৬%)	থোক
২৯.	যানবাহন রেজিস্ট্রেশন	থোক	১.৫৪	থোক	১.৫৪(১০০%)	থোক
৩০.	মনিটরিং (এলজিইডি)	থোক	১৭২৮.০১	থোক	১৭২২.০১(১০০%)	থোক
৩১.	শিক্ষা ভাতা ও অনুদান পরিচালন ব্যয় (সোনালী ব্যাংক সার্ভিস চার্জ)	থোক	১৪৮৫.০৪	থোক	১৪৮৪.৬৬(৯৯.৯৭%)	থোক
৩২.	ভ্রমণ ব্যয় ও অন্যান্য	থোক	২৭.৭৮	থোক	২৩.১৯(৮৩.৫০%)	থোক
৩৩.	ট্যাক্স	থোক	১.৫৩	থোক	১.৫২(১০০%)	থোক
৩৪.	কন্টিনজেন্সি	থোক	১৮০.৬৮	থোক	১৪৫.৯৮ (৮০.৭৯%)	থোক
৩৫.	বিবিধ ব্যয়	থোক	৩৮.১৭	থোক	৩৮.১৫(৯৯.৯৪%)	থোক
	মোট	--	৬৪৫৩৮.১৮	--	৬২৯৮৩.৭৭(৯৭.৫৯%)	১০০%

৬.০ **সাধারণ পর্যবেক্ষণঃ**

৬.১ **পটভূমিঃ** বাংলাদেশে বিগত দুই দশকে অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে উল্লেখ্যযোগ্য উন্নয়ন সাধিত হয়েছে। তন্মধ্যে দারিদ্র বিমোচন, মানব উন্নয়ন ও শিক্ষা বিশেষ করে প্রাথমিক শিক্ষা অন্যতম। বিগত কয়েক বছরে প্রাথমিক পর্যায়ে পাশের হার বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টির ক্ষেত্রে ছেলে ও মেয়ে শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে সমতা আনয়ন কিছুটা হলেও সম্ভব হয়েছে। আমাদের দেশে এখনও ৩৫ মিলিয়ন অতি দরিদ্র (Hard core poor) জনগোষ্ঠী বিদ্যমান রয়েছে। আবার দেশের অর্ধেক জনগোষ্ঠীই অশিক্ষিত; শিক্ষায় অংশগ্রহণের সুযোগ দেশের সকল অঞ্চলে সমহারে নিশ্চিত করা এখনো সম্ভব হয়নি। বিদ্যালয়ে গমনোপযোগী অনেক শিশুই শিক্ষা বঞ্চিত; আবার যারা স্কুলে যাচ্ছে তাদের মধ্যে একটি বড় অংশের প্রাথমিক শিক্ষা চক্র অসমাপ্ত থাকছে।

এ বিষয়গুলো সামনে রেখে জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ এর আলোকে সরকার বেশ কিছু কার্যক্রম হাতে নিয়েছে। গৃহীত নানাবিধ কার্যক্রম বাস্তবায়ন সত্ত্বেও ৬ থেকে ১৩ বছর বয়স্ক শিশুদের একটি বড় অংশ (বিশেষত দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মধ্যে) বিদ্যালয় বহির্ভূত তথা শিক্ষা সুযোগ বঞ্চিত থেকে যাচ্ছে। এসব পিছিয়ে পড়া ও সুবিধা বঞ্চিত শিশুদেরকে শিক্ষার মূলধারায় নিয়ে আসার লক্ষ্যে সরকার কিছু প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করছে। সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে দেশের পিছিয়ে পড়া অঞ্চল সমূহের ঝরে পড়া/ বিদ্যালয় বহির্ভূত শিশুদের জন্য আনুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে Reaching out of school (ROSC) প্রকল্পটি গৃহীত হয়েছে। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করেছে। ROSC প্রকল্পটিতে ২৩ হাজার শিখন কেন্দ্রের আওতায় মোট ৭ লক্ষ ৮০ হাজারের বেশী প্রাথমিক শিক্ষার্থীর প্রাথমিক শিক্ষা চক্র সমাপনের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। শিখন কেন্দ্র অথবা Learning Centre গুলোকে আনন্দ স্কুল নামে অভিহিত করা হয়ে থাকে। আনন্দ স্কুলে অনানুষ্ঠানিক পদ্ধতিতে একজন শিক্ষক/শিক্ষিকা দ্বারা গড়ে ৩৫ জন শিক্ষার্থীকে আনুষ্ঠানিক শিক্ষা প্রদান করার লক্ষ্যমাত্রা ছিল।

৭.০ **প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ**

- স্কুল বহির্ভূত, সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের জন্য লার্নিং সেন্টার (আনন্দ স্কুল) প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি;
- প্রাথমিক শিক্ষার গুনগত মান উন্নয়ন ও দক্ষতা বৃদ্ধি; এবং
- প্রকল্প সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের কাঠামো শক্তিশালীকরণ ও কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি।

৮.০ **প্রকল্পের অনুমোদন পর্যায়ঃ** সবার জন্য শিক্ষা কার্যক্রম নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে স্কুল বহির্ভূত ও সুযোগ বঞ্চিত শিশুদের জন্য প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে "রিচিং আউট অব স্কুল চিলড্রেন" শীর্ষক প্রকল্পটি গত ০৬.০৫.২০০৪ তারিখে ৩৯০.৭২ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই, ২০০৪ থেকে জুন, ২০১০ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য অনুমোদন লাভ করে। পরবর্তীতে প্রকল্পটির অনুমোদিত ডিপিপির সাথে Development Grant Agreement (DGA) এবং Project Appraisal Document (PAD) এর মধ্যে অসংগতি দেখা দেয়ায় প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক DPEC সভার মাধ্যমে গত ১৯.০১.২০০৬ তারিখে প্রকল্পটির ১ম দফা সংশোধন করা হয়। সংশোধিত প্রকল্পটির মোট ব্যয় ৩৮৩.০২ কোটি টাকা, যার মধ্যে বাংলাদেশ সরকারের অংশ ২৩.৬৮ কোটি টাকা ও প্রকল্প সাহায্যের পরিমাণ ৩৫৯.৩৪ কোটি টাকা। পরবর্তীতে প্রকল্পের মধ্যবর্তী মূল্যায়ন এবং উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার বিভিন্ন মিশনের সুপারিশ অনুযায়ী প্রকল্পটি ০৬.১১.২০০৮ তারিখে দ্বিতীয়বার সংশোধিত হয়। সংশোধিত প্রকল্পের ব্যয় দাঁড়ায় ৩২৪.০৯ কোটি টাকা (জিওবি ১৮.৩৫ কোটি টাকা ও প্রকল্প সাহায্য ৬০৫.৭৪ কোটি টাকা)।

সপ্তম ও অষ্টম সুপারভিশন মিশনের সুপারিশ অনুযায়ী প্রকল্পের আওতায় ভর্তি হওয়া সকল শিক্ষার্থীর প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় প্রকল্পের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও কার্যকারিতা বিবেচনা করে অতিরিক্ত ২.৫০ লক্ষ শিক্ষা সুবিধা বঞ্চিত শিশুকে প্রকল্পভুক্ত করে আরও ৩০টি উপজেলায় প্রকল্পের কার্যক্রম সম্প্রসারণসহ পুরাতন উপজেলাগুলোতে সকল শিক্ষক দ্বারা আরও নতুন কিছু স্কুল স্থাপনের পক্ষে সুপারিশ করে। এ লক্ষ্যে স্বল্প সময়ে নতুন প্রকল্প গ্রহণ না করে এবং প্রকল্পের কার্যক্রম অব্যাহত রাখার স্বার্থে প্রকল্পটির মেয়াদ ৩ বৎসর বৃদ্ধিসহ কার্যক্রম সম্প্রসারণের জন্য ২৯.০৪.২০১০ তারিখে তৃতীয় দফায় প্রকল্প সংশোধন করা হয়। ৩য় সংশোধনের পর প্রকল্পটির ব্যয় বৃদ্ধি পেয়ে মোট প্রাক্কলিত ব্যয় দাঁড়ায় ৬৮৪.৩২ কোটি (জিওবি ৩৬.৭০ লক্ষ টাকা ও প্রকল্প সাহায্য ৬৪৭.৬২ কোটি টাকা। পরবর্তীতে ৬৪৫.৩৮ কোটি টাকা (জি্ওবি ৩৫.২৩ কোটি এবং প্রকল্প সাহায্য ৬১০.১৫ কোটি টাকা) প্রাক্কলিত ব্যয়ে এবং জুলাই,২০০৪-মার্চ,২০১৩ বাস্তবায়ন মেয়াদে প্রকল্পটির ৪র্থ সংশোধন করা হয় এবং ৩১ জানুয়ারী,২০১৩ তারিখে প্রশাসনিক অনুমোদন জারী করা হয়। সর্বশেষে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে প্রকল্পের বাস্তবায়ন মেয়াদ ৩ মাস অর্থাৎ জুন, ২০১৩ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়।

৯.০ **প্রকল্প ব্যবস্থাপনা:** প্রকল্পের সুষ্ঠু বাস্তবায়নের জন্য প্রকল্প মেয়াদে ৬জন নিম্নবর্ণিত কর্মকর্তা প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেনঃ

প্রকল্প পরিচালকের নাম ও পদবী	সময়কাল		প্রকল্প পরিচালকের ধরণ
	আরম্ভ	শেষ	পূর্ণকালীন
১) জনাব ড. এম আসলাম আলম যুগ্ম সচিব	২৬-০৬-২০০৪	২৪-১০-২০০৪	পূর্ণকালীন
২) জনাব মোহাম্মদ আমজাদ হোসেন যুগ্ম-সচিব	২৪-১০-২০০৪	২৯-০৮-২০০৫	পূর্ণকালীন
৩) জনাব এ, কে, নাজমুজ্জামান যুগ্ম সচিব	২৯-০৮-২০০৫	২০-০৫-২০০৮	পূর্ণকালীন
৪) জনাব মোঃ ময়েজউদ্দিন আহমেদ যুগ্ম সচিব	২০-০৫-২০০৮	০৯-০৯-২০০৮	পূর্ণকালীন
৫) জনাব মোঃ আতাউল হক উপ-সচিব	০৯-০৯-২০০৮	২৯-১১-২০১২	পূর্ণকালীন
৬) জনাব মোঃ শওকত আকবর যুগ্ম সচিব	২৯-১১-২০১২	৩০-০৬-২০১৩	পূর্ণকালীন

১০.০ **প্রকল্পের আর্থিক ও বাস্তবায়ন অগ্রগতিঃ**

১০.১ **আর্থিক অগ্রগতিঃ** প্রকল্পটির সংশোধিত অনুমোদিত প্রাক্কলিত ব্যয় ৬৪৫৩৮.১৮ লক্ষ টাকা। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় হতে প্রাপ্ত সর্বশেষ প্রতিবেদন হতে দেখা যায় যে, প্রকল্পটির জুন, ২০১৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি হয়েছে মোট ৬২৯৮৩.৭৭ লক্ষ টাকা (৯৭.৫৯%) এবং বাস্তব অগ্রগতি ১০০%। প্রকল্পটির অনুকূলে বছর ওয়ারী বরাদ্দ ও ব্যয় ২০০৪-০৫ হতে ২০১২-১৩ পর্যন্ত সময়ে সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীর আওতায় বরাদ্দ, অবমুক্তি ও ব্যয় নিম্নে দেখানো হলোঃ

(লক্ষ টাকায়)

অর্থ বছর	সংশোধিত বরাদ্দ ও লক্ষ্যমাত্রা			টাকা	ব্যয় ও অগ্রগতি (জুন,২০১৩ পর্যন্ত)			
	মোট	টাকা	প্রঃ সাঃ	অবমুক্ত	মোট	টাকা	প্রঃ সাঃ	বাস্তব (%)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
২০০৪-০৫	৭২.৩৪	৯.১১	৬৩.২৩	৯.০০	৭২.৩৪	৯.১১	৬৩.২৩	০%
২০০৫-০৬	২৬১২.৬৫	১৬১.৭২	২৪৫০.৯৩	১৬২.০০	২৬১২.৬৫	১৬১.৭২	২৪৫০.৯৩	৪%
২০০৬-০৭	৭৩৮০.০৩	২৬৩.৪৩	৭১১৬.৬০	২৬৩.০০	৭৩৮০.০৩	২৬৩.৪৩	৭১১৬.৬০	১২%
২০০৭-০৮	৭৬৬৬.০২	২৮৩.১৭	৭৩৮২.৮৫	২৮৩.০০	৭৬৬৬.০২	২৮৩.১৭	৭৩৮২.৮৫	১২%
২০০৮-০৯	৮৪১৭.৯৬	৪৬৩.৭০	৭৯৫৪.২৬	৪৬৪.০০	৮৪১৭.৯৬	৪৬৩.৭০	৭৯৫৪.২৬	১৩%
২০০৯-১০	১০৬১৯.০৩	৪৪৯.৩২	১০১৬৯.৭১	৪৪৯.০০	১০৬১৯.০৩	৪৪৯.৩২	১০১৬৯.৭১	১৭%
২০১০-১১	১১৫৩৯.২৩	৬৪৫.৮১	১০৮৯৩.৪২	৬৪৬.০০	১১৫৩৯.২৩	৬৪৫.৮১	১০৮৯৩.৪২	১৮%
২০১১-১২	৬৭৯০.২৮	৬০৯.৭৭	৬১৮০.৫১	৬১০.০০	৬৭৯০.২৮	৬০৯.৭৭	৬১৮০.৫১	১১%
২০১২-১৩	৭৮৮৬.২৩	৫৭৩.০৩	৭৩১৩.২০	৫৭৩.০০	৭৮৮৬.২৩	৫৭৩.০৩	৭৩১৩.২০	১৩%
মোটঃ	**৬৪৫৩৮.১৮**	**৩৫২৩.১৫**	**৬১০১৫.০৩**	**৩৫২৩.১৫**	**৬২৯৮৩.৭৭**	**৩৪৫৯.০৬**	**৫৯৫২৪.৭১**	**১০০%**

১০.২। **মূল্যায়ন পদ্ধতি (Methodology) ঃ** মূল্যায়ন প্রতিবেদনটি প্রণয়নে নিম্নোক্ত পদ্ধতি (Methodology) অনুসরণ করা হয়েছে ঃ

(চ) ডিপিপি, পরিদর্শন প্রতিবেদন ও বিভিন্ন সভায় প্রকাশিত প্রতিবেদন পর্যালোচনা;

(ছ) মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রেরিত প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন (পিসিআর) পর্যালোচনা;

(জ) প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটি, স্টিয়ারিং কমিটিসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সভার কার্যবিবরণী পর্যালোচনা;

(ঝ) প্রকল্প এলাকা সরেজমিনে পরিদর্শন; এবং
(ঞ) প্রাপ্ত তথ্যাদি নিয়ে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা।

১০.৩ **ক্রয়সংক্রান্ত কার্যক্রমঃ**

আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় প্রকল্প ব্যবস্থাপনার সুবিধার্থে কম্পিউটার, ল্যাপটপ, জীপ, মাইক্রোবাস, ফটোকপি মেশিন, প্রভৃতি পণ্য ক্রয় করা হয়েছে। এসব ক্রয়ের ক্ষেত্রে উম্মুক্ত দরপত্র/RFQ পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে। তবে পরিদর্শনকালে নথিপত্র পরীক্ষা করে জীপগাড়ী এবং মাইক্রোবাস ক্রয়ের চুক্তিপত্র/NOA খুজে পাওয়া যায়নি এবং পরিদর্শনকালে নথিতে সংরক্ষিত কাগজপত্র এলোমেলো অবস্থায় দেখা যায়। বুদ্ধি ভিত্তিক/পরামর্শক সেবা ক্রয় বিশেষ করে সোস্যাল অ্যাওয়ারনেস এ্যান্ড কমিউনিকেশন ফার্ম নিয়োগের ক্ষেত্রে QCBS পদ্ধতি এবং নিম্নের ছকে প্রদত্ত অন্যান্য বুদ্ধিভিত্তিক সেবা ক্রয়ের ক্ষেত্রে Competitive Method for Individual Consultant Selection পদ্ধতি অনুসরন করা হয়েছে। আলোচ্য প্রকল্পের ক্রয়ের ক্ষেত্রে পিপিআর/বিশ্বব্যাংকের প্রকিউরমেন্ট গাইডলাইন অনুসরণ করা হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় ক্রয়কৃত গাড়ীসমূহের মধ্যে (দুটি জীপ, ২টি মাইক্রোবাস) রস্ক-২ এর ডিপিপি মোতাবেক একটি জীপ ও একটি মাইক্রোবাস রস্ক-২ প্রকল্পে স্থানান্তর করা হয়েছে। অবশিষ্ট একটি জীপ ও একটি মাইক্রোবাস পরিবহণ পুলে জমা দেয়া হয়েছে। নিম্নে দু'টি ছকের মাধ্যমে ক্রয় সংক্রান্ত তথ্য উপস্থাপন করা হল:

ক) পণ্য সংক্রান্তঃ (লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	কাজের নাম ও প্যাকেজের নাম	ক্রয় পদ্ধতি	চুক্তিমূল্য	যে দৈনিক পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি দেয়া হয়েছে	চুক্তির তারিখ	কাজ সমাপ্তির তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৭	৮
১	প্রকিউরমেন্ট অব ক্রস কান্ট্রি ভেইকল (জীপ-২ টি) জি-১	OTM	৩০.৫০×২= ৬১.০০	দ্য ডেইলি স্টার ও দৈনিক ইত্তেফাক	১১-০৬-০৫	২০-০৬-০৫
২	মাইক্রোবাস ক্রয় (২ টি) জি-৩	OTM	১৫.৯০×২= ৩১.৮০	দ্য ডেইলি স্টার ও দৈনিক ইত্তেফাক	১১-০৬-০৫	২২-০৬-০৫
৩	কম্পিউটার এক্সেসরিজ ক্রয় (ডেস্কটপ-১২ টি, লেজার প্রির্টার-৪ টি, ল্যাপটপ-৩ টি	OTM	১৪.৭৪	দ্য ডেইলি স্টার ও দৈনিক ইত্তেফাক	১৬-০৩-০৬	২৫-০৩-০৬

খ) বুদ্ধি ভিত্তিক সেবা সংক্রান্তঃ (লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	কাজের নাম ও প্যাকেজের নাম	চুক্তিমূল্য	যে দৈনিক পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি দেয়া হয়েছে	চুক্তির তারিখ	কাজ সমাপ্তির তারিখ
১	২	৪	৫	৭	৮
১	ম্যানেজমেন্ট ডেভেলপমেন্ট এ্যান্ড ট্রেনিং কনসালট্যান্ট (এস-১.১)	১৫১.৮৮	দ্য ডেইলি স্টার ও দৈনিক ইত্তেফাক	১০-০৮-০৫	৩০-১২-১২
২	এডুকেশন ম্যানেজমেন্ট এ্যান্ড কোয়ালিটি কনসালট্যান্ট (এস-১.৩)	৯৯.২৩	দ্য ডেইলি স্টার ও দৈনিক ইত্তেফাক	০৯-০৮-০৫	৩০-১২-১০
৩	সোস্যাল অ্যাওয়ারনেস এ্যান্ড কমিউনিকেশন ফার্ম (এস-১২)	৪৩০	দ্য ডেইলি স্টার ও দৈনিক ইত্তেফাক	১২-০৩-০৮	০১-১২-১২
৪	কমিউনিটি ম্যানেজমেন্ট স্পেসালিস্ট	১২৯.৬৮	দ্য ডেইলি স্টার ও দৈনিক ইত্তেফাক	৩০-১২-১২	৩০-১২-১২
৫	ফাইন্যানসিয়াল ম্যানেজমেন্ট কনসালট্যান্ট	৯০.৩৭	দ্য ডেইলি স্টার ও দৈনিক ইত্তেফাক	২০-১১-০৫	৩০-০৬-১৩

১১.০ **প্রকল্পের অংগভিত্তিক বাস্তবায়ন অগ্রগতিঃ**

১১.১ **জনবলঃ** প্রকল্পের অনুমোদিত সংশোধিত ডিপিপিতে জনবল খাতে বরাদ্দ ছিল ৩৩৬.০৯ লক্ষ টাকা। প্রকল্প মেয়াদে ২০ জনবল নিয়োগ করা হয়েছে এবং এ বাবদ মোট ৩২০.৮১ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছে। এ খাতে আর্থিক ৯৫.৪৫% ও বাস্তব অগ্রগতি হয়েছে ১০০%।

১১.২ **অনুদানঃ** প্রকল্পের অনুমোদিত সংশোধিত ডিপিপিতে অনুদান খাতে বরাদ্দ ছিল ৩৬,৫২৯.৬ লক্ষ টাকা। প্রকল্প মেয়াদে ২২,৪৮২ টি শিখন কেন্দ্রে অনুদান প্রদান করা হয়েছে। এ বাবদ মোট ৩৫২৪৪.৮০ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছে। এ খাতে আর্থিক ৯৬.৪৮% ও বাস্তব অগ্রগতি হয়েছে ১০০%।

১১.৩ **শিক্ষা ভাতা :** প্রকল্পের অনুমোদিত সংশোধিত ডিপিপিতে শিক্ষা ভাতা খাতে বরাদ্দ ছিল ২১,৪১৮.৭৩ লক্ষ টাকা। প্রকল্প মেয়াদে ৭৫০০০০ জন শিক্ষার্থীকে শিক্ষা ভাতা প্রদান করা হয়েছে এবং এ বাবদ মোট ২১,৪০১.২৩ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছে। এ খাতে আর্থিক ৯৯.৯২% ও বাস্তব অগ্রগতি হয়েছে ১০০%।

১১.৪ **যানবাহনঃ** প্রকল্পের অনুমোদিত সংশোধিত ডিপিপিতে যানবাহন খাতে বরাদ্দ ছিল ৮৬.৭২ লক্ষ টাকা। প্রকল্প মেয়াদে ২টি জীপ, ২টি মাইক্রোবাস, ১টি মোটর সাইকেল ক্রয় করা হয়েছে এবং এ বাবদ ৮৬.৭২ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছে। এ খাতে আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি হয়েছে ১০০%।

১১.৫ **যন্ত্রপাতিঃ** প্রকল্পের অনুমোদিত সংশোধিত ডিপিপিতে যন্ত্রপাতি খাতে বরাদ্দ ছিল ৩৩.৯৭ লক্ষ টাকা। প্রকল্প মেয়াদে বিভিন্ন ধরনের ৩৯টি যন্ত্রপাতি ক্রয় করা হয়েছে এবং এ বাবদ মোট ৩৩.৯৭ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছে। এক্ষেত্রে আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি ১০০%।

১১.৬ **আসবাবপত্রঃ** প্রকল্পের অনুমোদিত সংশোধিত ডিপিপিতে আসবাবপত্র খাতে থোক হিসেবে বরাদ্দ ছিল ৪.০০ লক্ষ টাকা। প্রকল্প মেয়াদে বিভিন্ন ধরনের আসবাবপত্র ক্রয় করা হয়েছে এবং এ বাবদ মোট ৪.০০ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছে। এ খাতে আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি ১০০%।

১১.৭ **প্রশিক্ষণ (স্থানীয়):** প্রকল্পের অনুমোদিত সংশোধিত ডিপিপিতে ২৬৭ জনকে স্থানীয় প্রশিক্ষণের জন্য এ খাতে বরাদ্দ ছিল ৮২৩.৫০ লক্ষ টাকা। প্রকল্প মেয়াদে ২৬৭ জনকে স্থানীয় প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে এবং এ বাবদ মোট ৭৪১.২৬ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছে। এ খাতে আর্থিক ৯০% ও বাস্তব অগ্রগতি হয়েছে ১০০%।

১১.৮ **প্রশিক্ষণ (বৈদেশিক):** প্রকল্পের অনুমোদিত সংশোধিত ডিপিপিতে ৪০ জনমাস বৈদেশিক প্রশিক্ষণের জন্য এ খাতে বরাদ্দ ছিল ২৫০.০০ লক্ষ টাকা। প্রকল্প মেয়াদে ৩৮.০৪ জনমাস বৈদেশিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে এবং এ বাবদ মোট ২৪১.০৭ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছে। এ খাতে আর্থিক ৯৬.৪২% ও বাস্তব অগ্রগতি হয়েছে ৯৫.১০%।

১১.৯ **পরামর্শক (স্থানীয়:** প্রকল্পের অনুমোদিত সংশোধিত ডিপিপিতে ৪৪৬ জনমাস স্থানীয় পরামর্শক নিয়োগের জন্য এ খাতে বরাদ্দ ছিল ১,৩৬৬.৫৭ লক্ষ টাকা। প্রকল্প মেয়াদে ৪৪৬ জনমাস স্থানীয় পরামর্শক নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে এবং এ বাবদ মোট ১,২৯২.৮৫ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছে। এ খাতে আর্থিক ৯৪.৬০% ও বাস্তব অগ্রগতি হয়েছে ১০০%।

১১.১০ **স্টেশনারী দ্রব্যাদিঃ** প্রকল্পের অনুমোদিত সংশোধিত ডিপিপিতে থোক হিসেবে বরাদ্দ ছিল ১৬.৫৯ লক্ষ টাকা। প্রকল্প মেয়াদে বিভিন্ন ধরনের স্টেশনারী দ্রব্যাদি ক্রয় করা হয়েছে এবং এ বাবদ মোট ১৬.৫৯ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছে। স্টেশনারী দ্রব্যাদি ক্রয়ে আর্থিক এবং বাস্তব অগ্রগতি ১০০%।

১১.১১ **জ্বালানীঃ** প্রকল্পের অনুমোদিত সংশোধিত ডিপিপিতে যানবাহনের জ্বালানী বাবদ থোক হিসেবে বরাদ্দ ছিল ৬৮.৩৭ লক্ষ টাকা। প্রকল্প মেয়াদে বিভিন্ন যানবাহনের জ্বালানী বাবদ ৬৪.৯১ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছে। এ খাতে আর্থিক ৯৪.৯৩%।

১১.১২ **মেরামতঃ** প্রকল্পের অনুমোদিত সংশোধিত ডিপিপিতে মেরামত বাবদ থোক হিসেবে বরাদ্দ ছিল ৫৭.০৮ লক্ষ টাকা। প্রকল্প মেয়াদে বিভিন্ন মেরামত বাবদ ৫৪.৮০ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছে। এ খাতে আর্থিক অগ্রগতি ৯৬%।

১১.১৩ **যানবাহন রেজিষ্ট্রেশন:** প্রকল্পের অনুমোদিত সংশোধিত ডিপিপিতে যানবাহন রেজিষ্ট্রেশন বাবদ থোক হিসেবে ১.৫৪ লক্ষ টাকা বরাদ্দ ছিল। প্রকল্প মেয়াদে বিভিন্ন ধরনের যানবাহনের রেজিষ্ট্রেশন করা হয়েছে এবং এ খাতে বরাদ্দকৃত অর্থের পুরোটাই ব্যয় করা হয়েছে। এ খাতে আর্থিক ১০০%।

১১.১৪ **মনিটরিং (এলজিইডি):** প্রকল্পের অনুমোদিত সংশোধিত ডিপিপিতে মনিটরিং (এলজিইডি) বাবদ থোক হিসেবে ১৭২৮.০১ লক্ষ টাকা বরাদ্দ ছিল। প্রকল্প মেয়াদে উক্ত খাতে ১৭২২.০১ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছে। এ খাতে আর্থিক ৯৯.৬৫%।

১১.১৫ **শিক্ষা ভাতা ও অনুদান পরিচালনা ব্যয় (সোনালী ব্যাংক সার্ভিস চার্জ):** প্রকল্পের অনুমোদিত সংশোধিত ডিপিপিতে এ খাতে থোক হিসেবে ১৪৮৫.০৪ লক্ষ টাকা বরাদ্দ ছিল। প্রকল্প মেয়াদে শিক্ষা ভাতা ও অনুদান পরিচালনা ব্যয় (সোনালী ব্যাংক সার্ভিস চার্জ) বাবদ ১৪৮৪.৬৬ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছে। এ খাতে আর্থিক ৯৯.৯৭%।

১১.১৬ **ভ্রমণ ব্যয়ঃ** প্রকল্পের অনুমোদিত সংশোধিত ডিপিপিতে এ খাতে থোক হিসেবে ২৭.৭৮ লক্ষ টাকা বরাদ্দ ছিল। প্রকল্প মেয়াদে ভ্রমণ ব্যয় বাবদ ২৩.১৯ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছে। এ খাতে আর্থিক ৮৩.৪৭%।

১১.১৭ **ট্যাক্সঃ** প্রকল্পের অনুমোদিত সংশোধিত ডিপিপিতে এ খাতে থোক হিসেবে ১.৫৩ লক্ষ টাকা বরাদ্দ ছিল। প্রকল্প মেয়াদে ট্যাক্স বাবদ ১.৫২ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছে। এ খাতে আর্থিক ৯৯.৩৪%।

১১.১৮ **কন্টিনজেন্সিঃ** প্রকল্পের অনুমোদিত সংশোধিত ডিপিপিতে এ খাতে থোক হিসেবে ১৮০.৬৮ লক্ষ টাকা বরাদ্দ ছিল। প্রকল্প মেয়াদে কন্টিনজেন্সি বাবদ ১৪৫.৯৮ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছে। এ খাতে আর্থিক ৮০.৭৯%।

১১.১৯ **বিবিধ ব্যয়ঃ** প্রকল্পের অনুমোদিত সংশোধিত ডিপিপিতে এ খাতে থোক হিসেবে ৩৮.১৭ লক্ষ টাকা বরাদ্দ ছিল। প্রকল্প মেয়াদে কন্টিনজেন্সি বাবদ ৩৮.১৫ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছে। এ খাতে আর্থিক ১০০%।

১১.২০ **মালামাল (টেক্সট বুক):** প্রকল্পের অনুমোদিত সংশোধিত ডিপিপিতে এ খাতে থোক হিসেবে ৮৪.২১ লক্ষ টাকা বরাদ্দ ছিল। প্রকল্প মেয়াদে মালামাল (টেক্সট বুক) বাবদ ৬৩.৭০ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছে। এ খাতে আর্থিক ৭৫.৬৪%।

১২.০ প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও অর্জনঃ

পরিকল্পিত (Objectives as per PP)	**পরিদর্শনকাল পর্যন্ত অর্জন (Actual achievement)**
১. স্কুল বহির্ভূত, সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের জন্য লার্নিং সেন্টার (আনন্দ স্কুল) প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি;	১. প্রকল্প মেয়াদে প্রকল্পের আওতায় ২৩৭৬৮টি লার্নিং সেন্টার (আনন্দ স্কুল) এবং শিশু কল্যাণ ট্রাস্ট স্কুল প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। মোট ৮.৪ লক্ষ ঝরে পড়া শিশু এসব বিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। প্রকল্প সমাপ্তিকালে দেখা যায় শিক্ষার্থীদের স্কুলে উপস্থিতির হার ছিল প্রায় ৯০%। সমীক্ষা প্রতিবেদন থেকে দেখা যায় যে, চরম দরিদ্র পরিবার থেকে শিক্ষার্থীরা এসেছে। সিংহভাগ রক্ষ প্রনোদনা এসব দরিদ্র্য শিক্ষার্থীরা পাচ্ছে।
২. প্রাথমিক শিক্ষার গুনগত মান উন্নয়ন ও দক্ষতা বৃদ্ধি; এবং	২. আনন্দ স্কুলের শিক্ষার্থীরা প্রত্যাশিত দক্ষতা সীমা অর্জন করে ২০০৯ সালে প্রথম ৫ম শ্রেণী প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ করে। শিক্ষার্থীদের সফলতার উপর ভিত্তি করে শিক্ষকদের প্রনোদনা দেয়া হয়েছে। শিখন শেখানো উপকরণ সরবরাহ এবং শিক্ষকদের দক্ষতা বৃদ্ধিতে প্রশিক্ষণ প্রদান করা ছিল একটি ইতিবাচক দিক। প্রকল্প চলাকালে শিক্ষার্থীদের পাঠ্যবই সরবরাহ নিশ্চিত করা হয়েছে। আনন্দ স্কুলে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর অনুপাত ১:২৫-৩৫
৩. প্রকল্প সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের কাঠামো শক্তিশালীকরণ ও কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি।	৩. প্রকল্প সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের কাঠামো শক্তিশালীকরণ ও কর্মদক্ষতা বৃদ্ধিতে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা, সহকারী উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা এবং এনজিও বিশেষভাবে অবদান রেখেছে।

১৩.০ **মনিটরিং ঃ** প্রকল্প চলাকালীন ১৭-২৮ সেপ্টেম্বর,২০১২ সালে আইএমইডির নেতৃত্বে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং পরিকল্পনা কমিশনের সমন্বয়ে গঠিত আন্তঃমন্ত্রণালয় মূল্যায়ন কমিটি কর্তৃক প্রকল্পের মধ্যবর্তী মূল্যায়ন সম্পন্ন করা হয় এবং মধ্যবর্তী মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রণয়নের উদ্দেশ্যে সিলেট, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, রংপুর এবং বরিশাল বিভাগে মোট ১৯টি আনন্দ স্কুল সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়।

১৪.০ **অডিট ঃ**

১৪.১ **অভ্যন্তরীণ অডিট ঃ** তোহা খান জামান এন্ড কোং নামক একটি অডিট ফার্ম কর্তৃক ২০০৫-২০০৮ মেয়াদে প্রকল্পটির সোসাল অডিট (পারফরমেন্স অডিট) কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয় এবং গত ২০-০৫-২০১২ তারিখে

অডিট রিপোর্ট প্রদান করা হয়। অডিট রিপোর্টে আর্থিক অনিয়মের কোন অভিযোগ উত্থাপিত হয়নি মর্মে পিসিআর সূত্রে জানা যায়।

১৪.২ **এক্সটার্নাল অডিট ঃ** প্রকল্প চলাকালীন ২০০৪-২০০৫ অর্থ বছর থেকে ২০১১-১২ অর্থবছর পর্যন্ত FAPAD অডিট টীম কর্তৃক মোট ৮ বার অডিট করা হয় এবং অডিট রিপোর্টে মোট ৪২টি অডিট আপত্তি আনা হয় তন্মধ্যে ৪২টি অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি করা হয় মর্মে প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন (পিসিআর) সূত্রে জানা যায়। তবে ২০১২-১৩ অর্থবছরে ৩১-১২-২০১৩ তারিখে দাখিলকৃত অডিট রিপোর্টে উত্থাপিত দুটি অভিযোগের এখনো নিষ্পত্তি করা হয়নি।

১৫.০ **প্রকল্প পরিদর্শনঃ**

১৫.১ **নরসিংদী জেলাঃ**

গত ২৮-০২-২০১৫ তারিখে আইএমইডি কর্তৃক নরসিংদি জেলার সদর উপজেলার কার্যক্রম সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে প্রকল্প কর্তৃপক্ষ এবং সদর উপজেলার ট্রেনিং কো-অর্ডিনেটর (টিসি) উপস্থিত ছিলেন।

১৫.১.১ নেহাব শিমুলীয়া আনন্দ স্কুল:

এ আনন্দ স্কুলটি নরসিংদী জেলার সদর উপজেলার পাঁচদোনা ইউনিয়নের নেহাব গ্রামে অবস্থিত। গত ২৮-০২-২০১৫ তারিখে আইএমইডি কর্তৃক বিদ্যালয়টি সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়। বিদ্যালয়ের সকল শিক্ষার্থী ৫ম শ্রেণীতে অধ্যয়নরত এবং আগামী নভেম্বর মাসে অনুষ্ঠেয় প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করার কথা। বিদ্যালয়টিতে মোট ৩৩ জন শিক্ষার্থী রয়েছে তন্মধ্যে ছাত্র ১৩ জন ছাত্রী ২০ জন। বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা জানান ২০১১ সালে যখন বিদ্যালয়টি শুরু হয় তখন ৩৫ জন শিক্ষার্থী ভর্তি হয়েছিল। পরবর্তীতে কাজের সন্ধানে ঢাকা চলে যাওয়া, বাল্যবিবাহ এবং স্থান পরিবর্তন করার কারণে কিছু ছেলেমেয়ে বিদ্যালয় ছেড়ে চলে যায়। তাদের জায়গায় ৪ জন নতুন শিক্ষার্থীকে ভর্তি করা হয়েছে। পরিদর্শনকালে ৩৩ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে ৩২ জন উপস্থিত দেখা যায়। বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের জন্য প্রকল্পের ব্যবস্থাপনায় প্রতি বছর স্কুল ড্রেস, খাতা, পেন্সিল, কলম দেয়া হয় মর্মে অবহিত করা হয়। শিক্ষার্থীদেরকে প্রতি মাসে ১০০ টাকা হিসেবে ছয় মাস অন্তর অন্তর ৬০০ টাকা করে দেয়া হয়। তবে যেসব শিক্ষার্থীকে রিপ্লেস করা হয়েছে তারা এখনো তাদের নিজেদের নামে টাকা পাচ্ছে না এমনকি তাদের আইডিও নেই। এ বিষয়ে রক্ষ প্রতিনিধি জানান তাদের নাম রক্ষের চূড়ান্ত তালিকা থেকে বাদ দেয়ার কাজ চলছে তারা আনন্দ স্কুলের শিক্ষার্থী হিসেবে সমাপনী পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারবেনা তবে তারা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে রেজিস্ট্রেশন করে সমাপনী পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারবে এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষককে অনুরোধ করা হয়েছে। এ বিদ্যালয়ের শিক্ষিকার নাম হোসনা আক্তার। তিনি এইচএসসি পাশ এবং বিদ্যালয়ের শিক্ষাদান পদ্ধতির উপর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইন্সটিটিউট অব এডুকেশন এ্যান্ড রিসার্স (আইইআর) এর তত্ত্বাবধানে ১০ দিনের ফাউন্ডেশন ট্রেনিং করেছেন। এ বিদ্যালয়ে শিক্ষা মান সন্তোষজনক নয়; শিক্ষার্থীদেরকে কয়েকটি ইংরেজি শব্দের বানান জিজ্ঞেস করা হলে কেউই তার জবাব দিতে পারেনি। যে ঘরটিতে আনন্দ স্কুল পরিচালনা করা হচ্ছে তার মাসিক ভাড়া ৪০০/- টাকা। বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য টয়লেট এবং টিউবওয়েল আছে মর্মে অবহিত করা হয়েছে।

১৫.১.২ **কুলাইট মধ্যপাড়া আনন্দ স্কুলঃ**

নরসিংদী জেলার সদর উপজেলার কুলাইট গ্রামে এ বিদ্যালয়টি অবস্থিত। গত ২৮-০২-২০১৫ তারিখে আইএমইডি কর্তৃক বিদ্যালয়টি সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়। বিদ্যালয়ে মোট ৩০ জন শিক্ষার্থী রয়েছে তন্মধ্যে ছাত্র ১৮ জন এবং ছাত্রী ১২ জন। পরিদর্শনকালে ২৮ জন শিক্ষার্থীকে উপস্থিত থাকতে দেখা যায়। ২ জন শিক্ষার্থী কেন অনুপস্থিত এ বিষয়ে শিক্ষকের নিকট প্রশ্ন করা হলে তারা আত্মীয়ের বাড়ী বেড়াতে গিয়েছে বলে জানা যায়। বিদ্যালয়ে ৪ জন শিক্ষার্থী ইউনিফর্ম পরে আসেনি। বিদ্যালয়টি সকাল ১০:০০ টায় শুরু হয় এবং দুপুর ২:০০ টায় ছুটি হয়। এ বিদ্যালয়টি ২০১১ সালে ৩৫ জন শিক্ষার্থী নিয়ে শুরু হয়েছে তাদের মধ্যে ৫ জন কাজের সন্ধানে অন্যত্র চলে গেছে, ৩ জন মাদ্রসায় গমন ১ জন প্রতিবন্ধী ১ জন মারা যাওয়ায় দ্বিতীয় শ্রেণীতে ৯ জন শিক্ষার্থীকে ভর্তি করা হয়। নতুন ভর্তিকৃত শিক্ষার্থীগণ নিজেদের সঠিক নামে নিবন্ধিত হয়েছে এবং নিয়মিতভাবে নিজ নামে টাকা পাচ্ছে মর্মে অবহিত করা হয়। শিক্ষার্থীদের কে প্রতি মাসে ১০০ টাকা করে ছয় মাস অন্তর অন্তর ৬০০ টাকা করে দেয়া হয়। স্কুলের শিক্ষিকার নাম মার্জিয়া আক্তার। তিনি নরসিংদী সরকারি কলেজে অর্থনীতিতে পড়াশোনা করছে এবং বিদ্যালয়ের শিক্ষাদান পদ্ধতির উপর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইইআর এর তত্ত্বাবধানে ১০ দিনের ফাউন্ডেশন ট্রেনিং করেছেন। এ বিদ্যালয়ে শিক্ষার মান মোটামুটি সন্তোষজনক মনে হয়েছে; শিক্ষার্থীদের পাঠ্য বই থেকে কিছু প্রশ্ন করা হলে অনেকে শিক্ষার্থীই জবাব দিতে পেরেছে। উপজেলার ট্রেনিং কো-অর্ডিনেটর (টিসি)

প্রতি মাসে নিয়মিত সব বিদ্যালয় পরিদর্শন করেন না মর্মে জানা যায়। বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য আলাদা টয়লেট এবং টিউবওয়েল করা হয়েছে বলে জানা যায়।

চিত্র: কুলাইট মধ্যপাড়া আনন্দ স্কুল

১৫.২ মানিকগঞ্জ জেলা

গত ০৭-০৩-২০১৫ তারিখে আএমইডি কর্তৃক মানিকগঞ্জ জেলার শিবালয় উপজেলার কার্যক্রম সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে প্রকল্প কর্তৃপক্ষ এবং শিবালয় উপজেলার ট্রেনিং কো-অর্ডিনেটর উপস্থিত ছিলেন।

১৫.২.১ বড়রিয়া মো: আলীর বাড়ী আনন্দ স্কুলঃ

মানিকগঞ্জ জেলার শিবালয় উপজেলার বড়রিয়া গ্রামে এ বিদ্যালয়টি অবস্থিত। গত ০৭-০৩-২০১৫ তারিখে আইএমইডি কর্তৃক বিদ্যালয়টি সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়। বিদ্যালয়ে মোট ১৯ জন শিক্ষার্থী রয়েছে এবং পরিদর্শনকালে ১৭ জন শিক্ষার্থীকে উপস্থিত থাকতে দেখা যায়। দুই জন শিক্ষার্থী কেন অনুপস্থিত এ বিষয়ে শিক্ষকের নিকট প্রশ্ন করা হলে তার কোন সদুত্তর পাওয়া যায়নি। বিদ্যালয়টি সকাল ১০ টায় শুরু হয় এবং দুপুর ২ টায় ছুটি হয়। এ বিদ্যালয়টি ২০১১ সালে ৩৫ জন শিক্ষার্থী নিয়ে শুরু হয়েছে পরবর্তীতে কাজের সন্ধানে ঢাকায় এবং নদী ভাঙনের কারণে কিছু ছেলেমেয়ে বিদ্যালয় ছেড়ে চলে গেছে এছাড়া কিছু সংখ্যক মেয়ে বয়সে বড় হওয়ায় তারা নিজে থেকেই বিদ্যালয়ে আসেননি। শিবালয় উপজেলার ট্রেনিং কো-অর্ডিনেটর (টিসি)জানান এ উপজেলায় মোট ৬ টি বুথ এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মধ্যে তাদের মাসিক প্রাপ্য অর্থ দেয়া হয়। পার্শ্ববর্তী নালবাড়িয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে স্থাপিত বুথের মাধ্যমে এ বিদ্যালয়ের টাকা দেয়া হয়। তবে যেসব শিক্ষার্থীকে রিপ্লেস করা হয়েছে তারা এখনো তাদের নিজেদের নামে টাকা পাচ্ছে না এমনকি তাদের নিজস্ব আইডিও নেই। স্কুলের শিক্ষিকার নাম রেখা আক্তার তিনি এসএসসি পাশ এবং বিদ্যালয়ের শিক্ষাদান পদ্ধতির উপর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইইআর এর তত্ত্বাবধানে ১০ দিনের ফাউন্ডেশন ট্রেনিং করেছেন। বিদ্যালয়ের পড়াশোনার মান সন্তোষজনক মনে হয়নি। পরিদর্শনকালে শিক্ষা র্থীদেরকে পাঠ্য বই হতে কয়েকটি সহজ প্রশ্ন করা হলে ২/১ জন ব্যতীত কেউই সঠিক জবাব দিতে পারেনি। চারপাশ খোলা একটি টিনের ঘরে বিদ্যালয়টি চালানো হচ্ছে। বর্ষার মৌসুমে এ পরিবেশে বিদ্যালয়টি চালানো সম্ভব হবেনা তাই জরুরীভিত্তিতে ঘরটি সংস্কার করা প্রয়োজন। এ বিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীদের বসার জন্য কোন বেঞ্চ নেই, মাদুর বিছিয়ে শিক্ষার্থীরা পাঠ গ্রহণ করছে। বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য আলাদা টয়লেট এবং টিউবওয়েল করা হয়েছে বলে জানা যায় তবে বিদ্যালয়ের টয়লেটগুলো স্বাস্থ্যকর মনে হয়নি।

১৫.৩ হবিগঞ্জ জেলা

গত ৩০-০৩-২০১৫ তারিখে আএমইডি হতে হবিগঞ্জ জেলার লাখাই উপজেলার কার্যক্রম সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে প্রকল্প কর্তৃপক্ষ এবং লাখাই উপজেলার একজন সহকারী উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা উপস্থিত ছিলেন।

১৫.৩.১ তালুকদার বাড়ী আনন্দ স্কুলঃ বিদ্যালয়টি ২০১১ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। বিদ্যালয়টি হবিগঞ্জ জেলার লাখাই উপজেলার বামুন ইউনিয়নের ভাদিকারা গ্রামে অবস্থিত। বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠার সময় ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ছিল ৩৫ জন অর্থাৎ ১ম শ্রেণীতে ভর্তি হওয়া ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ছিল ৩৫ জন; কিন্তু প্রথম শ্রেনীতে ভর্তির সুনির্দিষ্ট বয়স সীমা (৭-১০) থেকে ছোট হওয়ায় মনিটরিং কর্মকর্তা কর্তৃক ৫ জন শিক্ষার্থীকে বাদ দেওয়া হয়। এছাড়া কয়েক জন শিক্ষার্থীর বিয়ে হয়ে যাওয়া এবং কাজের সন্ধানে ঢাকা চলে যাওয়ার কারনে শিক্ষার্থীসংখ্যা বর্তমানে কমে ১৫ জনে দাড়িয়েছে; তন্মধ্যে ছাত্র ০৪ জন এবং ছাত্রী ১১ জন। পরিদর্শন কালে ১০ জন শিক্ষার্থীকে উপস্থিত দেখা যায়। অনুপস্থিত শিক্ষার্থীদের বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে তার কোন সদুত্তর পাওয়া যায়নি। বিদ্যালয়ে কয়েকজন শিক্ষার্থীকে ইউনিফরম পরিহিত অবস্থায় দেখা যায়নি। মেঝেতে চটের উপর বসে শিক্ষার্থীরা পাঠ গ্রহণ করে, ফলে তাদেরকে নীচের দিকে অনেকটা ঝুঁকে পড়ে লেখাপড়া করতে হচ্ছে-এখানে কোন চেয়ার টেবিলের বা বেঞ্চের ব্যবস্থা নেই। এ বিদ্যালয়ের শিক্ষিক নিয়মিত হাজিরা খাতা হালনাগাদ করেন না মর্মে প্রতীয়মান হয়। শিক্ষার্থীদের কয়েকটি প্রশ্ন করা হলে কেউই সঠিক উত্তর দিতে পারেনি এছাড়া শিক্ষকের পড়ানোর মানও সন্তোষজনক মনে হয়নি। এ বিদ্যালয়ের শিক্ষার মানোন্নয়ন ঘটানো সম্ভব না হলে সমাপনী পরীক্ষায় আশানুরূপ ফল পাওয়া যাবেনা। শিক্ষার্থীদের নিকট থেকে জানা যায় যে স্কুল ছুটির পড়ে ওই শিক্ষকের কাছেই মাসিক ১০০ টাকার বিনিময়ে প্রাইভটে পড়ছে যা সম্পূর্ণ অনৈতিক এবং নিয়ম বিরুদ্ধ। বিদ্যালয়ে পানি সমস্যা নেই এবং শিক্ষার্থীদের জন্য পৃথক টয়লেট আছে। এ আনন্দ স্কুলে কর্মরত শিক্ষিকার শিক্ষাগত যোগ্যতা জানতে চাওয়া হলে তিনি জানান যে, তিনি এসএসসি পাশ এবংবিদ্যালয়ের শিক্ষাদান পদ্ধতির উপর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইইআর এর তত্ত্বাবধানে ১০ দিনের ফাউন্ডেশন ট্রেনিং করেছেন। লাখাই উপজেলার দায়িত্বে নিয়োজিত ট্রেনিং কো-র্ডিনেটর (টিসি) সম্প্রতি চাকরী থেকে ইস্তফা দিয়েছে। শীঘ্রই এ উপজেলায় একজন টিসি নিয়োগ দেয়া অতীব জরুরী মর্মে প্রতীয়মান হয়। এ উপজেলায় টিসি না থাকায় নিয়মিত বিদ্যালয় পরিদর্শন করা হয়না বলে প্রতীয়মান হয়েছে।

চিত্র: তালুকদার বাড়ী আনন্দ স্কুল

১৫.৩.২ **ভাদিকারা কদমতলী আনন্দ স্কুলঃ** বিদ্যালয়টি হবিগঞ্জ জেলার লাখাই উপজেলার বামৈ ইউনিয়নের ভাদিকারা গ্রামে অবস্থিত। গত ৩০-০৩-২০১৫ তারিখে আইএমইডি কর্তৃক বিদ্যালয়টি সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়। বিদ্যালয়টি ২০১১ সালে শুরু হয়। বিদ্যালয়ের প্রারম্ভে ৩৫ জন শিক্ষার্থী ভর্তি হয়েছিল **কিন্তু প্রথম শ্রেনীতে ভর্তির সুনির্দিষ্ট বয়স সীমা (৭-১০) থেকে ছোট হওয়ায় মনিটরিং কর্মকর্তা কর্তৃক ৮ জন শিক্ষার্থীকে বাদ দেওয়া হয়** এবং কিছু শিক্ষার্থী কাজের সন্ধানে অন্যত্র চলে যায়। বর্তমানে বিদ্যালয়ে ১৫ জন শিক্ষার্থী রয়েছে তন্মধ্যে ছাত্র ০৩ জন এবং ছাত্রী ১২ জন। পরিদর্শনকালে ১৩ জন শিক্ষার্থীকে উপস্থিত থাকতে দেখা যায়। বিদ্যালয়টির সার্বিক পরিবেশ সন্তোষজনক মর্মে পরিলক্ষিত হয়। পরিদর্শন কালে শিক্ষার্থীদের সুশৃঙ্খল ও পরিস্কার পরিচ্ছন্ন পোষাক পরিহিত অবস্থায় দেখা যায় তবে বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের মান আশানুরুপ নয়, পাঠ্য বই থেকে কয়েকটি সহজ প্রশ্ন করা হলেও ২/১ জন ছাড়া কেউই সঠিক উত্তর দিতে পারেনি। কয়েকটি স্কুলের শিক্ষকের নাম ফৌজিয়া আক্তার তিনি সরকারি বৃন্দাবন কলেজে ডিগ্রী

ফাইনাল ইয়ারে পড়ছেন। এবং বিদ্যালয়ের শিক্ষাদান পদ্ধতির উপর ১০ দিনের ফাউন্ডেশন ট্রেনিং করেছেন। বিদ্যালয়ে টয়লেট ও পানি সমস্যা নেই মর্মে অবহিত করা হয়েছে।

চিত্র: ভাদিকারা কদমতলী আনন্দ স্কুল

১৫.৩.৩ মশাদিয়া দেওয়ান বাড়ি আনন্দ স্কুলঃ বিদ্যালয়টি ২০১১ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। বিদ্যালয়টি হবিগঞ্জ জেলার লাখাই উপজেলার মুড়িয়াক ইউনিয়নের মশাদিয়া গ্রামে অবস্থিত। বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠার সময় ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ছিল ৩৫ জন অর্থাৎ ১ম শ্রেণীতে ভর্তি হওয়া ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ছিল ৩৫ জন। বর্তমানে রয়েছে ২৬ জন শিক্ষার্থী রয়েছে; তন্মধ্যে ছাত্র ১৮ জন এবং ছাত্রী ১৭ জন। পরিদর্শন কালে সকল শিক্ষার্থীকে উপস্থিত দেখা যায়। শিক্ষার্থীদের সুবিধার জন্য এ বিদ্যালের পাঠ কার্যক্রমের সময়সীমা দুপুর ১২ টা থেকে বিকেল ৪ টা পর্যন্ত করা হয়েছে বলে জানানো হয় এবং এ বিষয়ে রক্ষ কর্তৃপক্ষ অবহিত আছেন। এ স্কুলে মেঝেতে চটের উপর বসে শিক্ষার্থীরা পাঠ গ্রহণ করে ফলে তাদেরকে নীচের দিকে অনেকটা ঝুঁকে পড়ে লেখাপড়া করতে হচ্ছে- এখানে কোন চেয়ার টেবিলের বা বেঞ্চের ব্যবস্থা নেই। এ বিদ্যালয়ের শিক্ষার মান সন্তোষজনক মনে হয়েছে। পাঠ্যভিত্তিক শিক্ষা ব্যতিরেকেও শিক্ষাথীরা কো-কারিকুলাম অ্যাকটিভিটিজেও দক্ষ মর্মে পরিদর্শনে প্রতীয়মান হয়েছে। পাঠ্য বই থেকে প্রশ্ন করা হলে অনেক শিক্ষার্থী সঠিক জবাব দিতে পেরেছে পাশাপাশি তারা বিভিন্ন বিষয়ের উপর উপস্থিত বক্তৃতা এবং একক অভিনয় করে দেখিয়েছে। সকল শিক্ষার্থীকে ইউনিফরম পরিহিত অবস্থায় দেখা গেছে। এ আনন্দ স্কুলে কর্মরত শিক্ষিকার নাম মোসাম্মত কারিমা আক্তার। তিনি এসএসসি পাশ এবং বিদ্যালয়ের শিক্ষাদান পদ্ধতির উপর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইইআর এর তত্ত্বাবধানে ১০ দিনের ফাউন্ডেশন ট্রেনিং করেছেন। বিদ্যালয়ের শিক্ষিকাকে শিক্ষার্থীদের প্রতি অনেক আন্তরিক মনে হয়েছে তিনি বিদ্যালয় ছুটির পড়ে দুর্বল শিক্ষার্থীদেরকে পৃথকভাবে বিনা পারিশ্রমিকে পড়ান বলে অবহিত করা হয়।

চিত্র : মশাদিয়া দেওয়ান বাড়ি আনন্দ স্কুল

১৫.৪ **টাঙ্গাইল জেলা**

গত ০৫-০৪-২০১৫ তারিখে আইএমইডি হতে টাঙ্গাইল জেলার কালীহাতি উপজেলার কার্যক্রম সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে অত্র উপজেলায় দায়িত্বে নিয়োজিত ট্রেনিং কো-অর্ডিনেটর উপস্থিত ছিলেন।

১৫.৪.১ **উত্তর কালীহাতি আনন্দ স্কুলঃ** বিদ্যালয়টি টাঙ্গাইল জেলার কালিহাতী পৌরসভা এলাকায় অবস্থিত। গত ০৫-০৪-২০১৫ তারিখে আইএমইডি কর্তৃক বিদ্যালয়টি সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়। বিদ্যালয়টি ২০১১ সালে শুরু হয়। বিদ্যালয়ের প্রারম্ভে ৩৫ জন শিক্ষার্থী ভর্তি হলেও বর্তমানে ২৫ জন শিক্ষার্থী রয়েছে; তন্মধ্যে ছাত্র ১২ জন এবং ছাত্রী ১৩ জন। বিদ্যালয়ের প্রায় ১৩ জন শিক্ষার্থী তাদের নিজ নামে টাকা পাচ্ছেনা। পরিদর্শনকালে দেখা যায় যে ৭ জন শিক্ষার্থী স্কুল ইউনিফর্ম পরে আসেনি এবং শিক্ষার্থীদের পরিহিত ড্রেসগুলো মলিন ও অপরিস্কার। বিদ্যালয়টি সকাল ১০:০০ এ শুরু হয় এবং দুপুর ২:০০ টায় ছুটি হয়। বিদ্যালয়ে টয়লেট ও পানি সমস্যা নেই মর্মে অবহিত করা হয়েছে। বিদ্যালয়টির সার্বিক পরিবেশ সাধারণ মানের মনে হয়েছে। বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের কিছু প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন করা হলে তার সঠিক জবার দিতে পারেনি। কালীহাতি উপজেলায় দায়িত্বপ্রাপ্ত ট্রেনিং কো-অর্ডিনেটর জানান তিনি জানুয়ারী মাসে এ উপজেলার উপজেলার দায়িত্বে নিয়োজিত হন। তিনি এ পর্যন্ত ৪ বার শিক্ষকদের সমন্বয়ে সভা করে প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা দেন। স্কুলের শিক্ষিকা এইচ এস সি পাশ এবং বিদ্যালয়ের শিক্ষাদান পদ্ধতির উপর ১০ দিনের ফাউন্ডেশন ট্রেনিং এবং ৬ দিনের রিফ্রেশার ট্রেনিং করেছেন।

চিত্র : উত্তর কালীহাতি আনন্দ স্কুল

১৫.৪.২ **ঘূর্ণী আনন্দ স্কুলঃ** কালীহাতি পৌরসভা এলাকায় অবস্থিত স্কুলটি পরিদর্শন করা হয়। স্কুলটির মোট শিক্ষার্থী সংখ্যা ১৮ জন যদিও স্কুলটি শুরু করা হয়েছিল তখন শিক্ষার্থী সংখ্যা ছিল ৩৪ জন। কিছু শিক্ষার্থীকে যাচাই বাছাই কমিটি কর্তৃক বাদ দেয়া হয়েছে বয়স বেশি হওয়ার কারণে এবং কিছু শিক্ষার্থী স্কুলে আসা বন্ধ করে দিয়েছে। বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের পরিহিত ড্রেসগুলো পরিস্কার পরিচ্ছন্ন। এ স্কুলের সার্বিক উপস্থিতির হার সন্তোষজনক। বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা এসএসসি পাশ এবং শিক্ষাদান পদ্ধতির উপর ১০ দিনের ফাউন্ডেশন ট্রেনিং এবং রিফ্রেসার ট্রেনিং করেছেন বলে মর্মে অবহিত করা হয়। এ বিদ্যালয়ে পানি সমস্যা রয়েছে পাশের বাড়ী থেকে কলসীতে করে পানি নিয়ে আসা হয়।

চিত্র : ঘূর্ণী আনন্দ স্কুল

১৫.৫ রাজশাহী জেলা

গত ১৮-০৪-২০১৫ তারিখে আইএমইডি হতে রাজশাহী জেলার বাঘা উপজেলার কার্যক্রম সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে অত্র উপজেলায় দায়িত্বে নিয়োজিত ট্রেনিং কো-অর্ডিনেটর উপস্থিত ছিলেন।

১৫.৫.১ **কলিগ্রাম আনন্দ স্কুলঃ** বিদ্যালয়টি রাজশাহী জেলার বাঘা উপজেলার লাকুরিয়া ইউনিয়নে অবস্থিত। বিদ্যালয়টি গত ১৮-০৪-২০১৫ তারিখে আইএমইডি কর্তৃক পরিদর্শন করা হয়। এ উপজেলায় মোট ১১টি স্কুল রয়েছে। সকল শিক্ষার্থীই ৫ম শ্রেণীতে অধ্যয়নরত। স্কুলটি যখন ২০১১ সালে শুরু হয় তখন, ৩৫ জন শিক্ষার্থী থাকলেও বর্তমানে মাত্র ১৭ জন শিক্ষার্থী রয়েছে; তন্মধ্যে ছাত্র ৩ জন এবং ছাত্রী ১৪ জন। শিক্ষার্থী সংখ্যা কমে যাওয়ার কারণ হিসেবে অবহিত করা হয় যে, অনেকের বিয়ে হয়ে গেছে অনেকে কাঠমিস্ত্রি, রাজমিস্ত্রির কাজ করে। এ উপজেলার টিসি জানান এ উপজেলার ২০১৫ সালে শিক্ষার্থীদের জন্য ড্রেস শিক্ষকের বেতন এবং স্কুলে বরাদ্দ বাবদ কোন অর্থ পাওয়া যায়নি। পরিদর্শনের দিন ১৫ জন শিক্ষার্থীকে উপস্থিত দেখা যায়। দুইজন শিক্ষার্থী পক্স হওয়ার জন্য আসতে পারেনি। এ বিদ্যালয়ের শিক্ষিকার নাম শাহনাজ পারভীন। তিনি এসএসসি পাশ। তিনি ১০ দিনের ফাউন্ডেশন ট্রেনিং এবং ৬ দিনের রিফ্রেসার ট্রেনিং করেছেন। স্কুলের নিয়মিত পাঠদানের সময় সকাল ৯ টা থেকে বেলা ১.০০ ঘটিকা পর্যন্ত। প্রতি মাসে টিসি শিক্ষকদের নিয়ে একবার দিকনির্দেশনামূলক সভা করেন মর্মে অবহিত করা হয়। এ বিদ্যালয়ে টয়লেট ও পানি সমস্যা নেই বলে জানানো হয়।

১৫.৫.২ **তুলশীপুর মোল্লাপাড়া আনন্দ স্কুল:** এ বিদ্যালয়টি রাজশাহী জেলার বাঘা উপজেলার মানিগ্রাম ইউনিয়নের তুলসীপাড়া গ্রামে অবস্থিত। বর্তমানে বিদ্যালয়ে ১৮ জন শিক্ষার্থী তন্মধ্যে ছাত্র ১২ জন এবং ছাত্রী ৬ জন। বিদ্যালয়ের ৪ জন শিক্ষার্থী ড্রেস পড়ে আসেনি। বিদ্যালয়টির সার্বিক উপস্থিতির হার সন্তোষজনক নয়। পরিদর্শনকালে ১১ জন শিক্ষার্থীকে উপস্থিত থাকতে দেখা যায়। স্কুলের শিক্ষিকা এইচএসসি পাশ এবং তিনি পাঠদানের সহায়ক ট্রেনিংগুলো সম্পন্ন করেছে। তবে এ বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের পড়াশোনার মান সন্তোষজনক নয়। পাঠ বই থেকে কিছু প্রশ্ন জিজ্ঞেস করা হলে ১ জন মেয়ে ব্যতীত কেউই তার সঠিক উত্তর দিতে পারেনি। এ বিদ্যালয়ে পানি ও টয়লেট সমস্যা নেই মর্মে অবহিত করা হয়।

চিত্র : তুলসীপুর মোল্লা পাড়া আনন্দ স্কুল

১৬.০ বাস্তবায়ন সমস্যা :

১৬.১ পরিদর্শিত অধিকাংশ আনন্দ স্কুলে কিছু সংখ্যক শিক্ষার্থীদেরকে ইউনিফর্ম পরিহিত অবস্থায় দেখা যায়নি এবং মেঝেতে চটের উপর বসে শিক্ষার্থীরা পাঠ গ্রহণ করে, ফলে তাদেরকে নীচের দিকে অনেকটা ঝুঁকে পড়ে লেখাপড়া করতে হচ্ছে- এখানে কোন চেয়ার টেবিলের বা বেঞ্চের ব্যবস্থা নেই ;

১৬.২ আনন্দ স্কুল অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে অপেক্ষাকৃত কম বয়সী শিশুদের ভর্তি করিয়ে তাদেরকে উচ্চতর শ্রেণীতে পাঠ দেয়া হচ্ছে। পরিদর্শনকালে এসব শিক্ষার্থীকে অমনোযোগী অবস্থায় দেখা গিয়েছে। এতে করে একদিকে যেমন আনন্দ স্কুলের Performance খারাপ হচ্ছে; অন্যদিকে পরীক্ষায় কৃতকার্য না হওয়ার দরুন শিশুদের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত হয়ে পড়ছে;

১৬.৩ পরিদর্শিত বেশির ভাগ আনন্দ স্কুলের শিক্ষার্থীর কিছু সংখ্যক আইডি প্রোফাইলের সাথে শিক্ষার্থীদের কোন মিল খুঁজে পাওয়া যায়নি। নতুন করে যে সকল শিক্ষার্থীদের রিপ্লেসমেন্ট করা হয়, তাদের তথ্য হালনাগাদ করা হয়নি;

১৬.৪ হবিগঞ্জ জেলার লাখাই উপজেলায় ট্রেনিং কোর্ডিনেটর (টিসি) না থাকায় নিয়মিত বিদ্যালয়গুলো পরিদর্শন করা হয়না;

১৬.৫ হবিগঞ্জ জেলার লাখাই উপজেলার তালুকদার বাড়ী আনন্দ স্কুল এবং ভাদিকারা কদমতলী আনন্দ স্কুলের শিক্ষিকা বিদ্যালয় ছুটির পরে বিকেলে প্রতি শিক্ষার্থীর নিকট থেকে ১০০ টাকা নিয়ে কোচিং করান যা সম্পূর্ণ নিয়মবহির্ভুত;

১৬.৬ প্রকল্পটির কার্যক্রম ২০০৪-২০০৫ অর্থ বছর থেকে ২০১২-১৩ অর্থ বছর পর্যন্ত মোট ৯ বার ফাপাড অডিট টীম কর্তৃক অডিট করানো হয়েছে তন্মধ্যে ২০১২-১৩ অর্থ বছরে উত্থাপিত ২টি অডিট আপত্তি পরিদর্শনের দিন পর্যন্ত নিষ্পত্তি করা হয়নি;

১৬.৭ প্রকল্পের আওতায় ২টি জীপ ও ২টি মাইক্রোবাস ক্রয় করা হয়েছে কিন্তু নথিতে ক্রয়ের চুক্তিপত্র/ নোটিফিকেশন অব এ্যাওয়ার্ড (NOA) পাওয়া যায়নি এবং নথিতে সংরক্ষিত কাগজপত্রগুলো এলোমেলো অবস্থায় দেখা যায়;

১৬.৮ অল্প কিছু সংখ্যক বিদ্যালয় ব্যতীত অধিকাংশ বিদ্যালয়ের শিক্ষক/শিক্ষিকাদের পাঠদানের গুণগতমান বেশ নিম্ন পর্যায়ের বলে পরিলক্ষিত হয়েছে। ফলস্বরূপ আনন্দ স্কুলের শিক্ষার্থীগণ অংক ও ইংরেজিতে খুবই দুর্বল বলে পরিদর্শনকালে পরিলক্ষিত হয়েছে। এছাড়া আনন্দ স্কুলে অংশগ্রহণমূলক (Participatory) শিক্ষা ব্যবস্থার অভাব লক্ষ্য করা গেছে ;এবং

১৬.৯ প্রায় প্রতিটি বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের স্কুল ড্রেস ও পরিচ্ছন্নতার অভাব পরিলক্ষিত হয়েছে। প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিন-এর অভাব পরিলক্ষিত হয়েছে ;

১৬.১০ প্রকল্পটি জুন, ২০১৩ তে সমাপ্ত হয়। কোন প্রকল্প সমাপ্ত হওয়ার ৩ (তিন) মাসের মধ্যে আইএমইডিতে পিসিআর প্রেরণের বিধান থাকলেও প্রকল্পটির সমাপ্তির এক বছর দুই মাস পরে আইএমইডিতে পিসিআর পাওয়া যায় ফলে ফলে প্রকল্পটির সমাপ্তি মূল্যায়নের কাজে বিলম্ব হয়।

১৭.০ সুপারিশ :

১৭.১ আনন্দ স্কুলের শিক্ষার্থীদের নিয়মিত ইউনিফর্ম পড়া নিশ্চিতকল্পে শিক্ষক এবং টিসিদের কে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হবে। শিক্ষার্থীদের বসার জন্য চটের পরিবর্তে বেঞ্চের ব্যবস্থা করতে হবে এ বিষয়ে সেন্টার ম্যানেজমেন্ট কমিটি (সিএমসি) এবং সংশ্লিষ্ট স্কুলের শিক্ষক প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে ;

১৭.২ রস্ক-২ প্রকল্পের ক্ষেত্রে অপেক্ষোকৃত কম বয়সী শিশুকে ভর্তি করানোর বিষয়টি রোধ করার জন্য প্রকল্প কর্তৃপক্ষের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। এ বিষয়ে উপজেলা শিক্ষা অফিসার নিয়মিত মনিটরিং করবেন এবং অভিভাবকগণের সাথে এ বিষয়ে আলোচনা করবেন;

১৭.৩ যেহেতু প্রকল্পটি জুন, ২০১৩ তে সমাপ্ত হয়েছে এবং যেসব স্কুলে শিক্ষার্থীরা চলতি ২০১৫ সালে সমাপনী পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করবে সেসব স্কুলের কার্যক্রম রস্ক-২ প্রকল্পের আওতায় চলমান রয়েছে। এক্ষেত্রে আনন্দ স্কুলের যেসব শিক্ষার্থীর আইডি প্রোফাইলের সাথে নামের মিল নেই তাদেরকে আনন্দ স্কুল থেকে বাদ দিয়ে সংশ্লিষ্ট সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পঞ্চম শ্রেণীর শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে। এ বিষয়ে রস্ক-২ প্রকল্প কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে;

১৭.৪ হবিগঞ্জ জেলার লাখাই উপজেলায় অতি শীঘ্রই টিসি নিয়োগ দেয়া প্রয়োজন। টিসি নিয়োগ না দেয়া পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট সহকারী উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তাকে মনিটরিং-এর দায়িত্ব দেয়া যেতে পারে। প্রকল্প কর্তৃপক্ষ এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে;

১৭.৫ হবিগঞ্জ জেলার লাখাই উপজেলার তালুকদারবাড়ি আনন্দ স্কুল ও ভাদিকারা কদমতলী আনন্দ স্কুলের শিক্ষিকাকে অতিরিক্ত টাকার বিনিময়ে কোচিং করানোর বিষয়ে সতর্ক করে দিতে হবে এবং রস্ক-২ প্রকল্পের ক্ষেত্রে অনুরুপ ঘটনা যেন না ঘটে সে বিষয়ে প্রকল্প কর্তৃপক্ষ/সংশ্লিষ্ট টিসিদের সজাদ দৃষ্টি রাখতে হবে;

১৭.৬ ফাপাড অডিট টীম কর্তৃক ২০১২-১৩ অর্থ বছরে উত্থাপিত অডিট আপত্তি নিষ্পত্তিপূর্বক আইএমইডিকে অবহিত করতে হবে;

১৭.৭ প্রকল্পের আওতায় ক্রয়কৃত ২টি জীপ ও ২টি মাইক্রোবাস ক্রয় চুক্তিপত্র/ নোটিফিকেশন অব এ্যাওয়ার্ড (NOA) নথিতে সংরক্ষিত করতে হবে এবং রস্ক-২ প্রকল্পের সমস্ত ক্রয়ে স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে হবে। এ বিষয়ে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়/ প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে;

১৭.৮ শিক্ষার গুণগত মান বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রথমে শিক্ষক/শিক্ষিকাদের শিক্ষার মান বৃদ্ধি করা আবশ্যক। যেহেতু আনন্দ স্কুলে কেবলমাত্র একজন শিক্ষক/শিক্ষিকা পাঠদান করে থাকেন, তিনি সব বিষয়ে সমান পারদর্শী নাও হতে পারেন। যদি একাধিক শিক্ষক অন্তর্ভুক্ত করার সুযোগ না থাকে, সেক্ষেত্রে শিক্ষকদেরকে উন্নতমানের বিষয়ভিত্তিক নিবিড় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা জোরদার করা বিশেষ করে গণিত ও ইংরেজিতে দক্ষ করে গড়ে তোলার জন্য শিক্ষক ও শিক্ষিকাদের নিবিড় ও বেশি সময় ধরে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে। ভাল মানসম্পন্ন শিক্ষক/শিক্ষিকাগণ যাতে এখানে আসতে আগ্রহী হন সে জন্য বেতন ভাতা বৃদ্ধির উদ্যোগ নেয়া যেতে পারে;

১৭.৯ প্রতিটি বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের স্কুল ড্রেস পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখা,স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিন এবং সুপেয় পানি প্রাপ্তির বিষয়ে সেন্টার ম্যানেজমেন্ট কমিটি (সিএমসি) /শিক্ষকগণকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হবে;

১৭.১০ প্রকল্পের সুষ্ঠু বাস্তবায়ন এবং এর সফল সমাপ্তির লক্ষ্যে ভবিষ্যতে কোন প্রকল্প সমাপ্তির তিন মাসের মধ্যেই আইএমইডিতে পিসিআর প্রেরণ করতে হবে। এ বিষয়ে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়কে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হবে;

১৭.১১। প্রতিবেদনে উল্লিখিত সমস্যা ও সুপারিশের আলোকে আইএমইডি হতে সমাপ্ত মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রাপ্তির ১ (এক) মাসের মধ্যে গৃহীত পদক্ষেপ সম্পর্কে আইএমইডিকে অবহিত করতে হবে।

''চায়না সহায়তাপুষ্ট দুটি গ্রামীণ মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় নির্মাণ'' শীর্ষক প্রকল্প

সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন
(সমাপ্তঃ জুন, ২০১৩)

১। প্রকল্পের অবস্থান : রাউজান (চট্টগ্রাম) এবং রমনীগঞ্জ (লালমনিরহাট)।
২। বাস্তবায়নকারী সংস্থা : প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর এবং এলজিইডি।
৩। প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় : প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়।
৪। প্রাক্কলিত ব্যয় ও বাস্তবায়নকালঃ

(লক্ষ টাকায়)

প্রাক্কলিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয়	পরিকল্পিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়ন কাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল প্রাঃ ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়ন কালের %)
মূল	সর্বশেষ সংশোধিত		মূল	সর্বশেষ সংশোধিত			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
মোটঃ ১৫০০.০০ জিওবিঃ ৩০০.০০ প্রঃসাঃ ১২০০.০০	--	মোটঃ ১৪৫৬.৮৫ জিওবিঃ ২৫৬.৮৫ প্রঃসাঃ ১২০০.০০	ডিসেম্বর,২০১১ হতে জুন,২০১৩	--	ডিসেম্বর,২০১১ হতে জুন,২০১৩	--	--

৫। প্রকল্পের অংগভিত্তিক বাস্তবায়ন (প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় হতে প্রাপ্ত প্রকল্প সমাপ্ত প্রতিবেদন (পিসিআর) এর ভিত্তিতে):

(অংকসমূহ টাকায়)

ক্রমিক নং	ডিপিপি অনুযায়ী কাজের অংগ	একক	পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
			আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক(%)	বাস্তব(%)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১.	টেলিফোন বিল	থোক	১,০০,০০০.০০	থোক	৪২৬.০০(০.৪২%)	থোক
২.	বিদ্যুৎ বিল	থোক	১০,০০,০০০.০০	থোক	১,৫৫,৪৩৭.০০ (১৫.৫৪%)	থোক
৩.	বিজ্ঞাপন বিল	থোক	৫০,০০০.০০	থোক	৩০,৪৯২.০০(৬০%)	থোক
৪.	প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ব্যয় (পরিবহন ব্যয় ও অন্যান্য)	থোক	২০,০০,০০০.০০	থোক	১৫৪০৯৩৪.০০ (৭৭%)	থোক
	উপমোট	--	**৩১,৫০,০০০.০০**	--	**১৭,২৭,২৮৯.০০ (৫৪.৮৩%)**	--
৫.	টেলিফোন লাইন স্থাপন	সংখ্যা	৫০,০০০.০০	২টি	৭৫০০.০০ (১৫%)	২টি (১০০%)
৬.	বৈদ্যুতিক লাইন স্থাপন	সংখ্যা	১৪,০০,০০০.০০	২টি	৭,২০,৩৮৮.০০ (৫১.৪৫%)	২টি (১০০%)
৭.	ডীপ টিউবওয়েল স্থাপন	সংখ্যা	৪,০০,০০০.০০	২টি	৩,১৫,৫৯১.০০ (৭৮.৮৯%)	২টি (১০০%)
৮.	এপ্রোচ রোড, বাউন্ডারী ওয়াল নির্মাণ	সংখ্যা	৯০,০০,০০০.০০	২টি	৭২,৬৩,৩৫৮.০০ (৮০%)	২টি (১০০%)
৯.	বিদ্যালয় ভবন নির্মাণ	সংখ্যা	১২,০০,০০০.০০	২টি	১২,০০,০০,০০০.০০ (১০০%)	২টি (১০০%)
১০.	সিডি/ভ্যাট	থোক	১,৬০,০০,০০০.০০	থোক	১,৫৬,৫০,৯২০.০০ (৯৭.৮১%)	--
	উপমোটঃ		**১৪,৬৮,৫০,০০০.০০**	--	**১৪,৩৯,৫৭,৭৫৭.০০ (৯৮%)**	--
	সর্বমোট		**১৫,০০,০০,০০০.০০**		**১৪,৫৬,৮৫,০৪৬.০০ (৯৭.১২%)**	**১০০%**

৬.০। **কাজ অসমাপ্ত থাকিলে উহার কারণঃ** কোন উল্লেখযোগ্য কাজ অসমাপ্ত নেই।

৭.০। **সাধারণ পর্যবেক্ষণঃ**

৭.১। **পটভূমিঃ** মানব সম্পদ উন্নয়নে শিক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা বহন করে। আর প্রাথমিক শিক্ষাকে উক্ত শিক্ষার নির্মাতা হিসেবে বিবেচনা করা হয়। 'সবার জন্য শিক্ষা' এই মূলমন্ত্রের উপর সরকার সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিচ্ছে। এর ফলে প্রাথমিক পর্যায়ে শিক্ষার্থীর সংখ্যা বৃদ্ধি করা ও ঝরে পড়া শিক্ষার্থীর সংখ্যা কমিয়ে আনা এখন সময়ের দাবী।

প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়নে ইতোমধ্যে সরকার ও দাতা সংস্থার সহযোগিতায় কতিপয় প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়েছে যেমন- রেজিস্টার্ড বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় উন্নয়ন প্রকল্প (১ম ও ২য় পর্যায়), সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় পুনঃনির্মাণ ও সংস্কার প্রকল্প (১ম পর্যায়) এবং প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচী (পিইডিপি ১ম ও ২য় পর্যায়)-এর মাধ্যমে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অবকাঠামো উন্নয়নের চাহিদা অনেকাংশে পূরণ হয়েছে। কিন্তু এই সীমিত আকারে অবকাঠামোগত সুবিধা চলমান শিক্ষার উন্নয়নের ধারাকে গতিশীল করার জন্য যথেষ্ট নয়। তাই এই ধারা অব্যাহত রাখা ও যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে সরকার দেশব্যাপী প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোকে বহুতল বিশিষ্ট অবকাঠামোতে রূপান্তর করার জন্য নীতিগতভাবে সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এই নীতির আওতায় গ্রাম পর্যায়ে প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোকে ৪ তলা বিশিষ্ট অবকাঠামোতে পরিণত করা হবে। এছাড়া পৌরসভা ও উপজেলা সদরের বিদ্যালয়গুলোকে ৫ তলা ও সিটি কর্পোরেশন এলাকার বিদ্যালয়গুলো ৬তলা বিশিষ্ট অবকাঠামো করার ব্যবস্থা রাখা হবে।

সরকারের বহুতল অবকাঠামোবিশিষ্ট বিদ্যালয় নির্মাণের জন্য অর্থ ও দক্ষ জনশক্তি উভয় জরুরী। এক্ষেত্রে সরকারের আর্থিক সঙ্গতি যথেষ্ট নয় বিধায় দাতা সংস্থার অনুদান অপরিহার্য। ইতোমধ্যে বিশ্বব্যাংক ও এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকসহ অন্যান্য দাতা সংস্থা আর্থিক সহযোগিতা প্রদানের ব্যাপারে আগ্রহ প্রকাশ করেছে। এ ব্যাপারে চীন সরকারও সহযোগিতা করার আগ্রহ প্রকাশ করেছে। চৈনিক অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা বাংলাদেশের প্রাথমিক বিদ্যালয় উন্নয়নের ক্ষেত্রে প্রয়োগ; বাংলাদেশে প্রাথমিক বিদ্যালয় নির্মাণে চীনা প্রযুক্তির প্রয়োগ ও হস্তান্তর এবং সরাসরি চীনা অর্থ, পরিকল্পনা ও তত্ত্বাবধানে এলজিইডি'র সহায়তায় চট্টগ্রাম জেলার রাউজান উপজেলা এবং লালমনিরহাট জেলার হাতিবান্ধা উপজেলায় দুটি প্রাথমিক বিদ্যালয় নির্মাণের লক্ষ্যে আলোচ্য প্রকল্পটির অনুমোদন প্রক্রিয়াকরণের জন্য প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রস্তাব করা হয়। পরবর্তীতে যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন নিয়ে প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা হয়।

৭.২। **প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ**

- চায়না সরকারের অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা বাংলাদেশের প্রাথমিক বিদ্যালয় উন্নয়নের ক্ষেত্রে প্রয়োগ;
- বাংলাদেশে প্রাথমিক বিদ্যালয় নির্মাণে চীনা প্রযুক্তির প্রয়োগ ও হস্তান্তর;
- চীনা বিশেষজ্ঞ ও ইঞ্জিনিয়ার কর্তৃক প্রস্তাবিত দুটি বিদ্যালয়ের প্ল্যান ও ডিজাইন প্রস্তুতকরণ; এবং
- সরাসরি চীনা অর্থ, পরিকল্পনা ও তত্ত্বাবধানে দুটি প্রাথমিক বিদ্যালয় নির্মাণ।

৭.৩। **অনুমোদন পর্যায়ঃ** গত ০১-০৩-২০১২ তারিখে "চায়না সহায়তাপুষ্ট দুটি গ্রামীণ মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়" শীর্ষক প্রকল্পটির উপর পরিকল্পনা কমিশনে পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয় এবং ১৫০০.০০ লক্ষ টাকা (জিওবি ৩০০.০০ লক্ষ টাকা ও চায়না সহায়তা ১২০০.০০ লক্ষ টাকা) প্রাক্কলিত ব্যয়ে ডিসেম্বর,২০১১ হতে জুন,২০১৩ বাস্তবায়ন মেয়াদে যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকল্পটি অনুমোদন লাভ করে। গত ২২-০৪-২০১২ তারিখে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকল্পটি প্রশাসনিক অনুমোদন জারী করা হয়।

৭.৪। **প্রকল্প ব্যবস্থাপনাঃ** প্রকল্পটি সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের জন্য প্রকল্প মেয়াদে নিম্নবর্ণিত ২ জন কর্মকর্তা প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেনঃ

ক্রমিক নং	প্রকল্প পরিচালকের নাম ও পদবী	কার্যকাল		প্রকল্প পরিচালকের ধরন
		আরম্ভ	শেষ	
১।	জনাব মোঃ মাহফুজুল হক প্রকল্প পরিচালক/ যুগ্ম সচিব	২৪-০৪-২০১২	১৭-০৪-২০১৩	পূর্ণকালীন
২।	জনাব মোঃ এনায়েত হোসেন প্রকল্প পরিচালক/ যুগ্ম সচিব	১৬-০৬-২০১৩	৩০-০৬-২০১৩	পূর্ণকালীন

৭.৫। **মূল্যায়ন পদ্ধতি (Methodology)ঃ** মূল্যায়ন প্রতিবেদনটি প্রণয়নে নিম্নোক্ত পদ্ধতি (Methodology) অনুসরণ করা হয়েছেঃ

(ক) ডিপিপি, মনিটরিং রিপোর্ট ও বিভিন্ন সভায় প্রকাশিত প্রতিবেদন পর্যালোচনা;
(খ) মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রেরিত পিসিআর পর্যালোচনা;
(গ) PEC, Steering Committee, PIC সহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সভার কার্যবিবরণী পর্যালোচনা;
(ঘ) কাজের মান ও বাস্তব অগ্রগতি যাচাই ও তথ্য সংগ্রহের জন্য সরেজমিনে পরিদর্শন;
(ঙ) প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা।

৮.০। <u>প্রকল্পের বছর ভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রা ও বরাদ্দঃ</u>

৮.১। **<u>আর্থিক অগ্রগতিঃ</u>** প্রকল্পটির সর্বশেষ অনুমোদিত প্রাক্কলিত ব্যয় ১৫০০.০০ লক্ষ টাকা (তন্মধ্যে জিওবি ৩০০.০০ এবং চায়না সহায়তা ১২০০.০০ লক্ষ টাকা) । প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় হতে প্রাপ্ত সর্বশেষ প্রতিবেদন হতে দেখা যায় যে, প্রকল্পটির জুন, ২০১৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি হয়েছে মোট ১৪৫৬.৮৫ লক্ষ টাকা যা বরাদ্দের (৯৭.১২%) এবং বাস্তব অগ্রগতি ১০০%। প্রকল্পের অনুকূলে ২০১১-২০১২ হতে ২০১২-২০১৩ অর্থবছর পর্যন্ত সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীতে বরাদ্দ অবমুক্ত ও ব্যয় নিম্নে দেখানো হলঃ

(লক্ষ টাকায়)

আর্থিক বৎসর	সংশোধিত অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী বরাদ্দ ও লক্ষ্যমাত্রা				অবমুক্ত	ব্যয় ও বাস্তব অগ্রগতি			
	মোট	টাকা	প্রঃ সাঃ	বাস্তব%		মোট	টাকা	প্রঃ সাঃ	বাস্তব%
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
২০১১-১২	৮৮৯.২৫	২৮৯.২৫	৬০০.০০	৪০%	৮৪১.০০	৮১৮.০২	২১৮.০২	৬০০.০০	৫৬%
২০১২-১৩	৬১০.৭৫	১০.৭৫	৬০০.০০	৬০%	৬৫৯.০০	৬৩৮.৮৩	৩৮.৮৩	৬০০.০০	৪৪%
মোট	**১৫০০.০০**	**৩০০.০০**	**১২০০.০০**	**১০০%**	**১৫০০.০০**	**১৪৫৬.৮৫**	**২৫৬.৮৫**	**১২০০.০০**	**১০০%**

৯.০। <u>উদ্দেশ্য অর্জিত না হলে উহার কারণঃ</u> প্রকল্পের উদ্দেশ্য পুরোপুরি অর্জিত হয়েছে।

১০.০। প্রকল্পের ক্রয় কার্যক্রমঃ প্রকল্পের আওতায় চট্টগ্রাম জেলার রাউজান উপজেলা এবং লালমনিরহাট জেলার হাতিবান্ধা উপজেলায় দু'টি প্রাথমিক বিদ্যালয় নির্মাণ করা হয়েছে। প্রকল্পটির প্রকল্প সাহায্য অংশের ১২.০০ কোটি টাকা চায়না কর্তৃপক্ষ সরাসরি দুটি ভবন নির্মাণ এর কাজে ব্যয় করেছে। এক্ষেত্রে ক্রয় কার্যক্রমে বাস্তবায়নকারী সংস্থার কোন সংশ্লেষ ছিল না মর্মে জানা যায়। নকশা প্রণয়ন থেকে শুরু করে সকল নির্মাণ কাজ চায়না সরকারের বিশেষজ্ঞ দল কর্তৃক সরাসরি করা হয়েছে এবং নির্মাণ কাজে ব্যবহৃত যাবতীয় নির্মাণ সামগ্রী এবং আসবাবপত্র চায়না থেকে সরবরাহ করা হয়েছে। বাংলাদেশ সরকারের ৩.০০ কোটি টাকার ২৫৬.৮৫ লক্ষ টাকা প্রকল্প ব্যবস্থাপনা এবং কলাপসিবল গেইটসহ সীমানা প্রাচীর নির্মাণ, ইলেক্ট্রিক ফ্যান সরবরাহ, ডীপ টিউবওয়েল স্থাপন প্রভৃতি কাজে ব্যয় করা হয়েছে।

১০.১। প্রকল্পের চট্টগ্রাম জেলার রাউজান উপজেলায় নির্মিত বিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে সীমিত দরপত্র পদ্ধতি অনুসরণপূর্বক গত ২৪-০৩-২০১৩ তারিখে ১২১৩০০০.৩৪ টাকা চুক্তি মূল্যে মেসার্স আবু মুনসুর চৌধুরী, ফকিরহাট, রাউজান, চট্টগ্রাম-কে CAMGPS/2012-13 /R8 নং প্যাকেজের আওতায় রাউজান মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় নির্মাণ ও পূর্ত খাতে অসমাপ্ত কাজ (নিরাপত্তা বেষ্টনী. কলাপসিবল গেইট ইত্যাদি) সম্পন্নের লক্ষ্যে কার্যাদেশ প্রদান করা হয়।

১০.২। প্রকল্পের লালমনিরহাট জেলার হাতিবান্ধা উপজেলায় নির্মিত বিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে রমনীগঞ্জ সরকারি মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ভবন নিরাপত্তা সংক্রান্ত কাজ (জানালা, বারান্দার গ্রীল, কলাপসিবল গেট, ইলেক্ট্রিক ফ্যান) সম্পন্নের লক্ষ্যে সীমিত দরপত্র পদ্ধতি অনুসরণপূর্বক CAMGPS/2012-13/R9 নং প্যাকেজের আওতায় সৈয়দ হুমায়ূন কবীর শামীম, লালমনিরহাট-কে ১১২১১৮৫.২৫ টাকা চুক্তি মূল্যে ২৪-০৩-২০১৩ তারিখে কার্যাদেশ প্রদান করা হয়। নির্ধারিত যথাসময়ে কার্যটি সম্পাদন করা হয়।

১১.০। মনিটরিং: প্রকল্প চলাকালীন প্রকল্পটি আইএমইডি কর্তৃক পরিদর্শিত হয়নি।

১২.০। অডিটঃ প্রকল্পটি বাস্তবায়নকালে প্রকল্পটির কোন ইন্টার্নাল বা এক্সটারনাল অডিট হয়নি।

১৩.০। <u>প্রকল্প পরিদর্শনঃ</u> গত ২৫-১০-২০১৪ তারিখে প্রকল্পটির চট্টগ্রাম অংশের এবং ২২-০৯-২০১৩ তারিখে লালমনিরহাট অংশের কার্যক্রম আইএমইডি কর্তৃক সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন। প্রকল্পটির মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম ও বাস্তবায়নের চিত্র নিম্নে তুলে ধরা হলোঃ

ক) <u>চট্টগ্রাম জেলার রাউজান অংশঃ</u>

১৩.১। রাউজান স্টেশন মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ঃ বিদ্যালয়টি চট্টগ্রাম জেলার রাউজান পৌরসভার ৭নং ওয়ার্ড এর অধীন সুলতানপুরে অবস্থিত। বিদ্যালয়টি গত ২৫-১০-২০১৪ তারিখে আইএমইডি কর্তৃক সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে রাউজান উপজেলা প্রকৌশলী উপস্থিত ছিলেন। বিদ্যালয়টি ২৬ শতাংশ জমির উপর অবস্থিত এবং জমিদাতার নাম মাওলানা সালামতউল্লাহ। বিদ্যালয়টি ১৯৬২ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। বিদ্যালয়ে সর্বমোট ৩টি ভবন রয়েছে যার মধ্যে নতুন ভবনটি ''চায়না সহায়তাপুষ্ট দুটি গ্রামীণ মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়'' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় চীন সরকারের সরাসরি তত্ত্বাবধানে নির্মাণ করা হয়। নবনির্মিত ভবনটি ২ মে, ২০১৩ তারিখে তৎকালীন প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী এবং স্থানীয় মাননীয় সংসদ সদস্য কর্তৃক উদ্বোধন করা হয়। বিদ্যালয়ের পুরাতন ভবন দুটি যথাক্রমে পিইডিপি-২ প্রকল্প এবং এলজিইডির মাধ্যমে করা হয়েছে মর্মে জানা যায়। বিদ্যালয়টিতে সর্বমোট ৬৯৪ জন শিক্ষার্থী রয়েছে তন্মধ্যে ছাত্র ৩৩৩ জন এবং ছাত্রী ৩৬১ জন। বিদ্যালয়টিতে বর্তমানে ১২ জন শিক্ষক কর্মরত আছেন তন্মধ্যে ৬ জন পুরুষ ও ৬ জন মহিলা।

চিত্র : ১ প্রকল্পের আওতায় নির্মিত রাউজান স্টেশন মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ভবন ।

১৩.২। নির্মাণ ও পূর্ত কাজসহ আনুষঙ্গিক কার্যক্রম পরিদর্শনঃ

বিদ্যালয়টির অল্প পরিসরে ০৩ টি ভবন নির্মাণ করার কারণে বিদ্যালয়ের সৌন্দর্যহানি ঘটেছে মর্মে পরিদর্শনে পরিলক্ষিত হয়। প্রকল্পের আওতায় নবনর্মিত ভবনটিতে মোট ১১টি কক্ষ এবং ২টি শৌচাগার রয়েছে। ১১ টি কক্ষের মধ্যে ৮টি শ্রেণী কক্ষ, ২টি অফিস কক্ষ এবং ১টি কক্ষকে কম্পিউটার ল্যাব হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। তবে ডিপিপিতে ৮টি শ্রেণী কক্ষের পাশাপাশি ১টি রিডিং রুম এবং ১টি কমন রুম এর উল্লেখ আছে। এ বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে স্কুলের শিক্ষকগণ জানান এখানে ২টি অফিস কক্ষের মধ্যে ১টি কক্ষকে শিক্ষক কমনরুম হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে এবং ছাত্র-ছাত্রীদেরকে পড়ার জন্য অন্য ১টি ভবনের নিচতলায় লাইব্রেরী করা হয়েছে। তবে শিক্ষার্থীদের জন্য কোন কমন রুম নেই মর্মে পরিদর্শনকালে প্রতীয়মান হয়। বিদ্যালয়ের শিক্ষক এবং বালক-বালিকাদের জন্য পৃথক টয়লেট এর ব্যবস্থা রয়েছে। বিদ্যালয়টির পানি সমস্যা নেই মর্মে জানা যায়।

ছাত্র ধুলা ও শরীর চর্চার জন্য বিদ্যালয়ের নিজস্ব কোন-ছাত্রীদের খেলা-খেলার মাঠ নেই। বিদ্যালয় সংলগ্ন রাউজান সালামতউল্লাহ উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের খেলার মাঠকে বিভিন্ন প্রয়োজনে ব্যবহার করা হয়। বিদ্যালয়টিকে মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় হিসেবে নির্বাচন করার পূর্বে বিদ্যালয়ে খেলার মাঠ এবং উন্মুক্ত খোলামেলা পরিবেশ আছে কী ষয়েনা সে বি-অধিক গুরুত্ব দেয়ার প্রয়োজন ছিল।

পরিদর্শনকালে দেখা যায় যে, শুধুমাত্র বিদ্যালয়টির সামনের অংশটিতে সীমানা প্রাচীর রয়েছে যদিও বিদ্যালয়টির চতুর্দিকে সীমানা প্রাচীর থাকার কথা। এ প্রসঙ্গে উপজেলা প্রকৌশলী জানান, চায়না কতৃপক্ষ শুধুমাত্র ভবনটিই নির্মাণ করেছে, কলাপসিবল গেইটসহ সামনের দিকের সীমানা প্রাচীর নির্মাণ এবং জানালার সেফটি গ্রীল স্থাপন এলজিইডির মাধ্যমে করা হয়েছে এবং বরাদ্দ পাওয়া সাপেক্ষে বিদ্যালয়ের চতুর্দিকে সীমানা প্রাচীর নির্মাণ করা হবে। বিদ্যালয়টি বাইরের দিক থেকে অনেক সুন্দর দেখালেও ভেতরের নির্মাণ কাজে ও আসবাবপত্রে অনেক সমস্যা পরিলক্ষিত হয়েছে। নবনির্মিত ভবনের জানালাগুলোতে কাঠের লুভার সাটার (wood louver shutter) আড়াআড়িভাবে স্থাপন করা হয়েছে ফলে বর্ষা মৌসুমে জানালা দিয়ে শ্রেণীকক্ষে বৃষ্টির পানি প্রবেশ করে মর্মে জানা যায়। দরজার কাঠ এবং আসবাবপত্রগুলোও অধিকাংশ নষ্ট অবস্থায় দেখা গেছে।

চিত্র : ২ প্রকল্পের আওতায় রাউজান স্টেশন মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় নবনির্মিত ভবন-এর শ্রেণী কক্ষের জানালাগুলোতে কাঠের লুভার সাটার আড়াআড়িভাবে স্থাপন করা হয়েছেএবং দরজায় নিম্নমানের কাঠ ব্যবহার করা হয়েছে। (বামে)

প্রকল্পের আওতায় সরবরাহকৃত ৮টি কম্পিউটার এর মধ্যে ১টি চালু রয়েছে এবং ৭টি অকেজো অবস্থায় রয়েছে, এর ফলে ছাত্রছাত্রীদের কম্পিউটার প্রযুক্তির সাথে পরিচয় করানো সম্ভব হচ্ছে না।

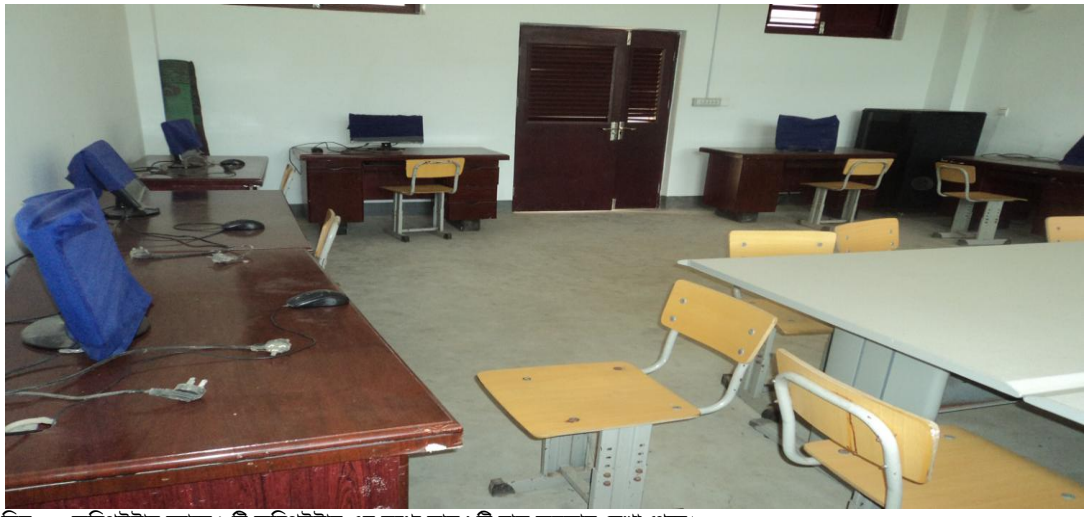

চিত্র : ৩ কম্পিউটার ল্যাবে ৮টি কম্পিউটার এর মধ্যে মাত্র ১টি চালু অবস্থায় দেখা গেছে।

ভবনের নকশা প্রণয়নসহ সকল কাজ চায়না বিশেষজ্ঞদের তত্ত্বাবধানে করা হয়েছে। এলজিইডিকে কোন নকশা প্রণয়ন এবং নির্মাণ কাজের সাথে সম্পৃক্ত করা হয়নি। চায়না হতে সরবরাহকৃত Materials এর মাধ্যমে নির্মাণ কাজটি সম্পন্ন করা হয়। এক্ষেত্রে দেশীয় কোন নির্মাণ সামগ্রী ব্যবহার করা হয়নি।

উপজেলা প্রকৌশলী এবং বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ জানান ধর্মীয় অনুভূতি বিবেচনা না করে টয়লেটগুলোকে পূর্বপশ্চিম - দক্ষিণ বরাবর করা হয়েছে। এছাড়া -বরাবর করা হয়েছিল। পরবর্তীতে এলজিইডি কর্তৃক এগুলো ভেংগে উত্তর টয়লেটের দরজা অত্যন্ত নিম্নমানের মর্মে পরিদর্শনে প্রতীয়মান হয় এবং কয়েকটা দরজায় ব্যবহৃত হার্ডবোর্ড নষ্ট অবস্থায় দেখা যায়।

চিত্র: ৪ টয়লেটের দরজায় নিম্নমানের প্লাইউড ব্যবহার করা হয়েছে।

পানি সরবরাহের জন্য টয়লেটে গেট বাল্ব ব্যবহার করা হয়েছে যার একটি জায়গায় ফাটল পরিলক্ষিত হয়। এছাড়া ছাদের ফ্লোরের সাথে দেয়ালের সংযোগস্থলে ফাটল পরিলক্ষিত হয়েছে।

চিত্র-৫নবনির্মিত স্কুল ভবনের ছাদের একাংশ। :

১৩.৩। শিক্ষা কার্যক্রমঃ

রাউজান স্টেশন মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়টি পরিদর্শনকালে দেখা যায় যে, এটি মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে রূপান্তরিত হওয়ার পর এর সার্বিক শিক্ষার মান পূর্বের তুলনায় বৃদ্ধি পেয়েছে। বিশেষত প্রকল্পের আওতায় নির্মিত আধুনিক মডেলের সুদৃশ্য বিদ্যালয় ভবনটি ছাত্র-ছাত্রীদের শিশুতোষ মনকে আকৃষ্ট করতে সমর্থ হয়েছে যার ফলে তারা নিয়মিত বিদ্যালয়ে এসে সুন্দর পরিবেশে পড়াশোনা করছে। বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণকে শিক্ষার্থীদের প্রতি আন্তরিক এবং পাঠদানে যোগ্যতাসম্পন্ন মনে হয়েছে। ইতোমধ্যে বিদ্যালয়টি রাউজান উপজেলা তথা চট্টগ্রাম জেলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রাথমিক বিদ্যাপীঠ হিসেবে সুপরিচিতি লাভ করেছে। ২০১৩ সালে অনুষ্ঠিত সমাপনী পরীক্ষায় বিদ্যালয়টির পাশের হার ছিল ১০০%। ৩৮ জন শিক্ষার্থী এজন সাধারণ ৩ জন ট্যালেন্টপুলে ও ৯ তন্মধ্যে ,পেয়েছে + শীর্ষক প্রোগ্রামের আওতায় শিক্ষার্থীগণ ইংরেজি শিক্ষায় ধীরে ধীরে "ইংলিশ ইন অ্যাকশন"গ্রেডে বৃত্তি পেয়েছে। পারদর্শী হয়ে উঠেছে বলে জানা যায়। বিদ্যালয়টি গত কয়েক বছর যাবৎ রাউজান উপজেলার শ্রেষ্ঠ বিদ্যাপীঠ নির্বাচিত হয়েছে।

১৩.৪। সাংস্কৃতিক কার্যক্রমঃ

শিক্ষা ক্ষেত্রে সন্তোষজনক সাফল্য অর্জনের পাশাপাশি সাংস্কৃতিক অঙ্গনেও বিদ্যালয়টি সুপরিচিত। সাংস্কৃতিক কার্যক্রমের অংশ হিসেবে বিদ্যালয়টিতে নিয়মিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও বিতর্ক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় মর্মে জানা যায়। বিদ্যালয় পরিদর্শনকালে একটি কক্ষে হারমোনিয়াম, পিয়ানোসহ বিভিন্ন ধরণের বাদ্যযন্ত্র দেখা যায়। বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীগণ জাতীয় শিশু একাডেমীতে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন ধরনের প্রতিযোগিতায় নিয়মিত পুরস্কার লাভ করছে। এছাড়া জেলা ও জাতীয় পর্যায়ে রচনা প্রতিযোগিতা, জাতীয় কবিতা উৎসব, বিতর্ক প্রতিযোগিতা প্রভৃতি ক্ষেত্রে চূড়ান্ত সফলতা অর্জন করেছে।

খ) <u>লালমনিরহাট জেলার হাতিবান্ধা অংশঃ</u>

১৩.৫। **রমনীগঞ্জ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ঃ** বিদ্যালয়টি লালমনিরহাট জেলার হাতিবান্ধা উপজেলায় অবস্থিত। বিদ্যালয়টি গত ২২-০৯-২০১৩ তারিখে আইএমইডি কর্তৃক সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে সংশ্লিষ্ট উপজেলা প্রকৌশলী উপস্থিত ছিলেন। বিদ্যালয়টি ১৯২০ সালে প্রতিষ্ঠিত। বিদ্যালয়ের (EMIS) ইএমআইএস কোড নং-১০৬০৫০১০১। ''চায়না সহায়তাপুষ্ট দুটি গ্রামীণ মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়'' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় নির্মিত ভবনটি চীন সরকারের সরাসরি তত্ত্বাবধানে নির্মাণ করা হয়। বিদ্যালয়টিতে বর্তমানে ভবন সংখ্যা ০২, টয়লেট সংখ্যা ০২, শিক্ষক সংখ্যা ০৬ জন এর মধ্যে পুরুষ ০২ জন এবং মহিলা ০৪ জন এবং ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা ৩৯০ জন। ২০১৩ সালের সমাপনী পরীক্ষায় ৪৭ জন শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে এবং ৪৭ জনই কৃতকার্য হয় তন্মধ্যে ১০ জন ট্যালেন্টপুলে এবং ০৬ জন সাধারণ গ্রেডে বৃত্তি পায়।

১৩.৬। **নির্মাণ ও পূর্তকাজসহ আনুষঙ্গিক কার্যক্রম পরিদর্শনঃ** পরিদর্শনে দেখা যায় যে, ভবনের দরজা ও জানালাসমূহ ভেঙ্গে গেছে। সিঁড়ির পাশের জানালার অংশ খোলা রাখায় বৃষ্টির পানি খুব সহজে ভবনের ভিতরে প্রবেশ করে। ভবনের ছাদের অংশে বিটুমিনাস গলে ছাদ ও বীমের অনেক স্থান ফাঁকা হয়ে গেছে। এর ফলে বৃষ্টির পানি চুঁইয়ে ভবনের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে। ভবনের অনেকাংশে স্যাঁতসেতে এবং Damp দেখা গেছে। সরবরাহকৃত আসবাবপত্রগুলো হার্ডবোর্ডের দেয়া হয়েছে ফলে এগুলো ইতোমধ্যে বিবর্ণ হয়ে গেছে। অনেক চেয়ার, টেবিল ভেঙ্গে গেছে। সরবরাহকৃত ৮টি কম্পিউটার এর মধ্যে ১টি চালু রয়েছে এবং ৭টি অকেজো অবস্থায় রয়েছে এর ফলে ছাত্রছাত্রীদের কম্পিউটার প্রযুক্তির সাথে পরিচয় করানো সম্ভব হচ্ছে না।

ভবনের নকশা প্রণয়নসহ সকল কাজ চায়না বিশেষজ্ঞদের তত্ত্বাবধানে করা হয়েছে। স্থানীয় সরকার প্রকৌশলকে কোন নকশা প্রণয়ন এবং নির্মাণ কাজের সাথে সম্পৃক্ত করা হয়নি। চায়না হতে সরবরাহকৃত Materials এর মাধ্যমে নির্মাণ কাজটি সম্পন্ন করা হয়। এক্ষেত্রে দেশীয় কোন নির্মাণ সামগ্রী ব্যবহার করা হয়নি। পরিদর্শনে পরিলক্ষিত হয় যে, ভবনের ভিতরে ইউরিনাল ও টয়লেট নির্মাণ করার ফলে এখান থেকে অনেক সময় দুর্গন্ধ বের হয়। পর্যাপ্ত ভেন্টিলেশন না হবার ফলে এমনটি হয় এবং স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরকে সম্পৃক্ত করলে নির্মাণ নকশার ত্রুটি সংশোধন করা যেতো বলে পরিদর্শনকালে প্রতীয়মান হয়েছে।

১৪.০। <u>বাস্তবায়ন সমস্যাঃ</u>

১৪.১ রাউজান মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়টির চতুর্দিকে সীমানা প্রাচীর নির্মাণ করার কথা থাকলেও শুধুমাত্র বিদ্যালয়ের সামনের দিকে সীমানা প্রাচীর নির্মাণ করা হয়েছে;

১৪.২ রাউজান মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অল্প পরিসরে ৩টি ভবন নির্মাণ করার ফলে বিদ্যালয়টির সৌন্দর্যহানি ঘটেছে এবং বিদ্যালয়টির নিজস্ব কোন খেলার মাঠ না থাকায় শিক্ষার্থীরা শরীরচর্চা ও খেলাধুলার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে;

১৪.৩ রাউজান মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকদের জন্য কমনরুম এর ব্যবস্থা থাকলেও শিক্ষার্থীদের জন্য বিশেষ করে ছাত্রীদের জন্য কোন কমনরুম রাখা হয়নি যদিও ডিপিপিতে শিক্ষার্থীদের জন্য কমনরুম রাখার কথা বলা আছে;

১৪.৪ রাউজান মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৬৯৪ জন শিক্ষার্থীর অনুকূলে মাত্র ১২জন শিক্ষক রয়েছেন। শিক্ষার্থীদের তুলনায় শিক্ষক সংখ্যা পর্যাপ্ত মনে হয়নি;

১৪.৫ রাউজান মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রকল্পের আওতায় নির্মিত ভবনটির দরজা ও জানালায় কাঠের লুভার সাটার ব্যবহার করা হয়েছে যা ইতোমধ্যে অনেকটা খসে পড়েছে। জানালায় কাঠের লুভার সাটার (wood louver shutter) আড়াআড়িভাবে স্থাপন করার ফলে বর্ষার মৌসুমে বৃষ্টির পানি সরাসরি শ্রেণীকক্ষে প্রবেশ করে। এছাড়া প্রকল্পের আওতায় সরবরাহকৃত চেয়ার, বেঞ্চসহ অধিকাংশ আসবাবপত্র নষ্ট অবস্থায় দেখা গেছে;

১৪.৬ রমনীগঞ্জ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রকল্পের আওতায় প্রদত্ত আসবাবপত্রের মান মোটেও সন্তোষজনক মনে হয়নি। চেয়ার, বেঞ্চ সহ অনেক আসবাবপত্র নষ্ট অবস্থায় দেখা যায়। ভবনের দরজা এবং জানালায় নিম্নমানের কাঠ ব্যবহার করায় ইতোমধ্যে তা ভেঙ্গে গেছে । এর ফলে ভবনের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হচ্ছে;

১৪.৭ রাউজান মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং রমনীগঞ্জ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রকল্পের আওতায় সরবরাহকৃত ৮টি কম্পিউটার এর মধ্যে মাত্র ১টি চালু রয়েছে এবং ৭টি অকেজো অবস্থায় রয়েছে এর ফলে ছাত্র-ছাত্রীদের কম্পিউটার প্রযুক্তির সাথে পরিচয় করানো সম্ভব হচ্ছে না।

১৪.৮ রাউজান মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং রমনীগঞ্জ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রকল্পের আওতায় নির্মিত নতুন ভবনটির টয়লেটগুলোর দরজা অত্যন্ত নিম্নমানের এবং অনেক দরজা নষ্ট হয়ে গেছে। রাউজান মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের টয়লেটে পানি সাপ্লাই এর জন্য প্লাস্টিক পাইপ ব্যবহার করা হয়েছে যার একটি জায়গায় ফেটে গেছে;

১৪.৯ রাউজান মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং রমনীগঞ্জ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রকল্পের আওতায় নবনির্মিত ভবনের ছাদ ও বীমের সংযোগ স্থানে ফাটল দেখা গেছে অর্থাৎ ছাদ ও বীমের সংযোগ স্থাপনের জন্যে যে বিটুমিন দেয়া হয়েছিল তা গলে গিয়ে সংযোগস্থল ফাঁকা হয়ে গেছে। এর ফলে বৃষ্টির পানি চুঁইয়ে ভবনে প্রবেশ করছে।

১৪.১০ রাউজান মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং রমনীগঞ্জ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রকল্পের আওতায় নির্মিত নতুন ভবনের নির্মাণ কাজ ও নকশা প্রণয়নে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। চায়না বিশেষজ্ঞদের সরাসরি তত্ত্বাবধানে ভবনের যাবতীয় নকশা প্রণয়ন ও নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে এর ফলে নকশার ত্রুটিজনিত কারণে ভবনের অভ্যন্তরে নির্মিত টয়লেট ও ইউরিনালে ঠিকমত ভেন্টিলেশন হয় না ফলে উক্ত স্থান হতে দুর্গন্ধ বের হয়। এর ফলে শ্রেণী কক্ষে পাঠদান ব্যাহত হচ্ছে।

১৫.০। সুপারিশ :

১৫.১ রাউজান মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের চতুর্দিকে যথাশীঘ্র সীমানাপ্রাচীর নির্মাণ করা আবশ্যক। এ ব্যাপারে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর এলজিইডি এর মাধ্যমে সীমানা প্রাচীর নির্মাণ করাতে পারে;

১৫২. ভবিষ্যতে এ ধরনের কোন প্রকল্প নেয়ার পূর্বে বিদ্যালয়ের পর্যাপ্ত জায়গাখেলার মাঠ এবং উন্মুক্ত পরিবেশ আছে কিনা , তাযাচাই করে নেয়া উচিত। রাউজান মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয় সংলগ্ন রাউজান সালামতউল্লাহ মডেল বিদ্যালয়ের মাঠে খেলাধুলা ও শরীরচর্চার সুযোগ নিশ্চিত করতে হবে। এ বিষয়ে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ও বিদ্যালয় ম্যানেজিং কমিটি প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে পারে;

১৫.৩ রাউজান মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের জন্য বিশেষ করে ছাত্রীদের জন্য একটি কমনরুমের ব্যবস্থা করতে হবে। এ বিষয়ে বিদ্যালয় প্রধান শিক্ষক/উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা প্রযোজনীয় পদক্ষেপ নিতে পারে;

১৫.৪ রাউজান মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৬৯৪ জন শিক্ষার্থীর অনুকূলে ১২ জন শিক্ষক পর্যাপ্ত মনে হয়নি। অতএব শিক্ষক সংখ্যা বাড়ানোর বিষয়ে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে।

১৫.৫ রাউজান মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রকল্পের আওতায় নির্মিত ভবনের দরজা ও জানালায় কাঠের লুভার সাটার অপসারন করে দরজায় ভালো মানের কাঠ এবং জানালায় ভালো মানের থাই গ্লাস স্থাপন করা সহ ভাঙা এবং নিম্নমানের আসবাবপত্র অপসারণ করে ভালোমানের আসবাবপত্র সরবরাহ করতে হবে। এ বিষয়ে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে;

১৫.৬ রমনীগঞ্জ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ভবনে প্রকল্পের আওতায় প্রদানকৃত নিম্নমানের আসবাবপত্র এবং কাঠ অপসারণ করে উন্নত মানের কাঠের দরজা ও জানালা প্রতিস্থাপন করার জন্য প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরকে উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

১৫.৭ রাউজান মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং রমনীগঞ্জ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অকেজো কম্পিউটারগুলো মেরামত করে ছাত্রছাত্রীদের ব্যবহার উযোগী করে, কম্পিউটার ল্যাবটিকে ছাত্রছাত্রীদের ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। এ বিষয়ে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর/বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে;

১৫.৮ রাউজান মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং রমনীগঞ্জ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রকল্পের আওতায় নির্মিত নতুন ভবনের টয়লেটগুলোর নিম্নমানের দরজা অপসারণ করে ভালোমানের দরজা স্থাপন এবং পানি সাপ্লাইয়ের পাইপগুলো মেরামত করতে হবে। এ বিষয়ে এলজিইডির মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে;

১৫.৯ রাউজান মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং রমনীগঞ্জ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ভবনের ছাদ ও বীমের যে সকল স্থানের ফাটলের ভিতরে বিটুমিন উঠে গেছে উক্ত স্থানে বিটুমিন বা আরসিসি এর মাধ্যমে সংযোগ স্থান বন্ধ করার উদ্যোগ নিতে হবে, যাতে করে পানি চুঁইয়ে ভবনে প্রবেশ করতে না পারে। এলজিইডি/প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে;

১৫.১০ ভবিষ্যতে বিদেশী সহায়তাপুষ্ট কোন প্রকল্পের ভবন নির্মাণ ও নকশা প্রণয়নে স্থানীয় সরকার প্রকৌশলকে অন্তর্ভুক্ত করার বাধ্যবাধকতা রাখতে হবে যাতে করে স্থানীয় সংস্কৃতি ও আবহাওয়ার উপর ভিত্তি করে ভবনের নকশা প্রণয়ন করা যায়। উভয় বিদ্যালয়ের টয়লেটের ভেন্টিলেশন ব্যবস্থা স্বাভাবিক রাখতে এলজিইডি প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।